NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

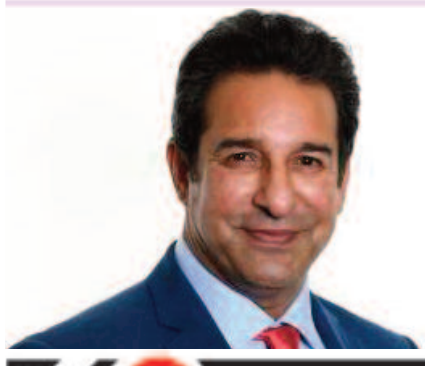

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ পাক বোলারের উপর চটে গেলেন আক্রম

গম্ভীরের সমালোচনা করে আইনি নোটিশ পেলেন শ্রীশান্ত ৮

কলকাতা ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.12.2023, Vol.17, Issue No.177, 8 Pages, Price 3.00

লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পাহাড়

জিটিএ-র জন্য ৭৫ কোটি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর পেরলেই চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বেজে যাবে। মার্চ-এপ্রিলে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা। আর এবারের লোকসভা ভোটে পাহাড় জিততে মরিয়া বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তার আগে সেখানকার ঘর গোছাতে ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব। উন্নয়ন অস্ত্রে ভরসা রেখেই পাহাড় জয়ের ব্লু প্রিন্ট চলছে। এবার পাহাড় সফরে গিয়ে তাই জিটিএ-র জন্য ঢালাও অর্থ বরাদ্দ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার একাধিক প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেন তিনি। বলেন, পাহাড়ের সঙ্গে এখন তাঁর রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই পাহাড়কে আরও অনেক কিছু দিতে চলেছে তাঁর সরকার।

শুক্রবার কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি জিটিএ-র জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করলেন। আরও বড় সুখবর, জিটিএ কর্মীদের বেতন কাঠামোর পরিবর্তন করে বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সভায় উপস্থিত পাহাড়ের বাসিন্দারা।

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে বুধবার প্রায় এক সপ্তাহের জন্য উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও সরকারি ও দলীয় অনুষ্ঠান রয়েছে আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত। শুক্রবার কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পাট্টা বিলি নিয়ে জানান, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার অনেকে জমির পাট্টা পেয়েছেন। আরও অনেককে দেওয়া হবে। যাঁরা পাট্টা পাওয়ার যোগ্য, সরকারি সমীক্ষার পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের পাট্টা দেওয়ার কাজ হবে। ইতিমধ্যে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এর পর পাহাড়বাসীকে চমক দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, জিটিএ-র কাজের জন্য আরও ৭৫ কোটি টাকা দেওয়া হল সরকারের তরফে। শুধু তাই নয়, ২০০৯ এবং ২০১৯ সালের পে রোল অনুযায়ী, জিটিএ কর্মীদের বেতন কাঠামোয় সংস্কার করা হচ্ছে। কর্মীদের অবসরের পর আর্থিক সহায়তা করা হবে। অবসরের পর ২০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটি পাবেন তাঁরা। এছাড়া আরও কিছু সুবিধা পাবেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। অর্থাৎ জিটিএ-কে আরও সুবিধাদানের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে কাছে টানার চেষ্টায় শাসকদল। তবে সরকারের তরফে পাহাড়বাসীর জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা আদতে পাহাড়ের উন্নয়নেই সহায়ক হবে, তা নিশ্চিত।

এছাড়া পাহাড়ের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের আওতায় এবার জিটিএ-র অধীনস্থ স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ হবে। তাতে অভাব মিটবে, পড়াশোনার মানোন্নয়ন হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

লোকসভায় বহিষ্কৃত মহুয়া

‘আমি ফিরবো, শেষ দেখে ছাড়বো’ হুঁশিয়ারি কৃষ্ণনগরের সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: বাতিল মহুয়া মৈত্রর সাংসদ পদ। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলে সংসদ থেকে বিতাড়িত করা হল মহুয়াকে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদিও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই দেওয়া হল না মহুয়াকে।

এদিন দুপুর ১২টায় তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করেন লোকসভার এথিক্স কমিটির প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ বিজয় সোনকার। জল্পনা মতোই ওই রিপোর্টে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও রিপোর্টটি পেশের পরই চূড়ান্ত হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। যার জেরে অধিবেশন দুপুর দুটো পর্যন্ত মূলতুবি করে দিতে হয়। তবে অধিবেশন ফের শুরু হতেই মহুয়া ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্পিকার। বলে দেন, সংসদের মর্যাদাহানি হোক, এমন কোনও বিষয়ই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একইসঙ্গে এনিয়ে আলোচনার জন্য আধঘণ্টা সময় বেঁধে দেন ওম বিড়লা।

লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সংসদের বাইরে গর্জে উঠলেন মহুয়া মৈত্র। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনার শেষ দেখে তিনি ছাড়বেন। আগামী ৩০ বছর লোকসভার ভিতরে এবং বাইরে লড়াই করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ।

‘প্রশ্নঘুষ’কাণ্ডে মহুয়াকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট তারা শুক্রবার জমা দেয়। ওই রিপোর্ট পড়ে দেখার জন্য সময় চেয়েছিল তৃণমূল। কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির তরফেও স্পিকারের কাছে সময়ের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্পিকার সময় দেননি।

লোকসভা থেকে বেরিয়ে মহুয়া বলেন, ‘লোকসভার এথিক্স কমিটিতে ‘এথিক্স’ বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। তারা সব নিয়ম ভেঙে ফেলেছে। এমন একটা কারণে আমাকে বহিষ্কার করা হল, যা লোকসভার সকল সদস্যের মধ্যে প্রচলিত একটি অভ্যাস। আমি কারও কাছ থেকে টাকা নিয়েছি বা কোনও উপহার নিয়েছি, তার কোনও প্রমাণ নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘মোদি সরকার যদি ভেবে থাকে, আমাকে এভাবে চুপ করিয়ে আদানি ইস্যু থেকে তারা মুক্তি পাবে, তবে ভুল ভাবছে।’ লোকসভা থেকে বহিষ্কারের পর এ বার তাঁর কাছেও সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা পাঠানো হবে, আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মহুয়া। তিনি বলেন, ‘এ বার আমার কাছে সিবিআই আসবে। ছ’মাস আমাকে সিবিআই দিয়ে হেনস্থা করা হবে।’

‘গণতন্ত্রের হত্যা...’, মহুয়ার পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্শিয়াং থেকে মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, লোকসভায় যা হয়েছে, তা শুনে তিনি স্তম্ভিত। মহুয়াকে বলার সুযোগ না দিয়ে এবং তাঁকে বহিষ্কার করে সংসদে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মমতা।

মমতা বলেন, ‘মহুয়ার বিষয়ে আমাদের ‘ইন্ডিয়া’র শরিকেরা আরও খানিকটা সময় চেয়েছিলেন। ৪৯৫ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট, সেটা পড়তে সময় লাগবে না? দু’ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা শুরু করা হল। আধ ঘণ্টায় ৪৯৫ পাতার আলোচনা হয়েও গেল! কী করে হল আমি বুঝলাম না। মহুয়ার সাংসদ পদও খারিজ করে দেওয়া হল। আমি স্তম্ভিত।’ পাশাপাশি, দল মহুয়ার পাশে আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মমতা বলেন, ‘দল মহুয়ার পাশে আছে। ছিল। এই ঘটনা থেকে বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি আরও এক বার প্রমাণিত। মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার সুযোগই দেওয়া হল না। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি।’

মহুয়াকাণ্ড ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদের আরও একজোট করে তুলেছে বলে জানান মমতা। তিনি বলেন, ‘আমি ‘ইন্ডিয়া’কে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা একজোট আছি। ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গে মিলেই দল মহুয়ার হয়ে লড়বে। আমরা সকলে বিজেপি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।’ মমতা জানান, লোকসভা ভোটের আগে আর একটি মাত্র অধিবেশন বাকি ছিল। তাতে পরিকল্পনামাফিক মহুয়াকে অংশ নিতে দেওয়া হল না। তাঁর কথায়, ‘আমি ভেবেছিলাম প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আর একটি অধিবেশন বাকি ছিল। কী এমন হল যে, তার আগেই এক জন মহিলা সাংসদকে লোকসভা থেকে তাড়িয়ে দিতে হল? বিজেপির লজ্জা করে না? এই ঘটনা আমাদের উজ্জীবিত করবে। মহুয়া এবং আমরা লড়াই করব।’

নিয়োগ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট

অস্বস্তিতে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ‘অস্বস্তি’তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানায়, বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার একক বেঞ্চ এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ নয়। তবে ইডিকে আইন মেনে কাজ করতে হবে। আইনের বাইরে কিছু করা যাবে না।

শুক্রবার বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদন খারিজ করে দেয়। মামলাটিরও নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়। বিচারপতি সিন্‌হার একাধিক নির্দেশের ফলে তাঁর অধিকার এবং স্বার্থে প্রভাব পড়ছে, এই আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান অভিষেক। তৃণমূল নেতার বক্তব্য ছিল, সিঙ্গল বেঞ্চ তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁর পরিবার এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির বিরুদ্ধে ইডিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিচ্ছেন বিচারপতি সিন্‌হা। কম সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১০ বছর আগের নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে বলা হয়েছে। আদালত তদন্তে ‘নজরদারি’র পরিবর্তে ‘তদারকি’ করছে। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদনে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতে বলেন।

সুজয়কৃষ্ণর জোকা যাত্রা আপাতত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল থেকে একপ্রস্থ নাটক দেখা গেল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর জোকা-যাত্রা নিয়ে। কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ ঘিরে গত কয়েকদিনে টানটান নাটকীয় পরিস্থিতি। যা অব্যহত রইল শুক্রবারও। এদিন জোকা ইএসআই হাসপাতালে কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করার কথা। সেইমতো সাতসকালে এসএসকেএমে এসে হাজির হয় ইডির টিম।

এরপর শুক্রবার বিকেল নাগাদ সূত্র মারফৎ খবর আসে, সুজয়কৃষ্ণ জোকা ইএসআই হাসপাতালে যাচ্ছেন না। ফলে এদিনও খালি হাতেই ফিরতে হল ইডির আধিকারিকদের। সূত্রের খবর, এসএসকেএমের মেডিক্যাল বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সুজয়কৃষ্ণর শারীরিক অবস্থার কারণে আইসিসিইউ থেকে কাকুকে স্থানান্তর করা যাবে না। সেই কারণে শুক্রবারও তাঁর কণ্ঠস্বর সংগ্রহ থেকে বিরতই থাকতে হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, হাসপাতালের তরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন আছেন সুজয়কৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে ইডি আধিকারিক মিথিলেশ কুমার জানান, ‘শুক্রবার সুজয়কৃষ্ণ ঘোষের কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করা হবে না। কবে হবে তাও জানি না। যখন এরা বলবে। কিছু মেডিক্যাল গ্রাউন্ডের কথা এরা বলছে। আইসিসিইউয়ে আছেন উনি। কাল ছিলেন না, আজ আছেন।’

স্বাভাবিক ভাবেই এরপরই প্রশ্ন উঠছে, এরপর ইডির পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। এই ঘটনায় চিকিৎসক থেকে আইনজীবীরা জানাচ্ছেন, সুজয়কৃষ্ণর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে তদন্তকারী সংস্থা অথবা শরনাপন্ন হতে পারে আদালতের।

প্রতিক্রিয়া শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘জয় মা কালী, উনি মা কালীকে অপমান করেছিলেন আর এটাই সনাতন ধর্মের দেব-দেবীর শক্তি। আর আপনাদের বলেছিল দু-পয়সার সাংবাদিক। অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি বার বাড়লে তার পতন দ্রুত হয়।’ এই ভাষাতেই মহুয়া মিত্রকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করার প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

—বিস্তারিত ২-এর পাতায়

মহুয়ার পাশে রাজ্যের নেতারাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদ থেকে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বহিষ্কারের ঘটনায় তাঁর পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী নেতারাও।

তাঁর বহিষ্কারকে অন্যায় বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি জানান, ‘প্রত্যেকেরই রাইট টু ডিফেন্স রয়েছে। মহুয়ার সম্পর্কে যিনি বলেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। মহুয়া মৈত্র যে ক্রস চেক করবেন, সেই সুযোগটাই দেওয়া হয়নি। তদন্তটাই হয়নি। আদানির বিরুদ্ধে তদন্ত হল না। আর মহুয়ার বিরুদ্ধে চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাঁর পদ খারিজ করে দেওয়া হল। মহুয়া সম্পর্কে তৃণমূলের নেতারা বলেছিলেন, এটা ওঁর ব্যক্তিগত লড়াই, লড়ে নিতে পারবেন। তৃণমূলের দ্বিচারিতা ধরা পড়ল, অন্যদিকে মহুয়া মৈত্রকে সমবেদনা কুড়ানোর সুযোগ করে দিলেন।’

এই ঘটনায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, ‘সবচেয়ে বড় কথা, যে পদ্ধতিগুলি বিজেপি সামনে রাখল, তা সমস্ত সংসদীয় রীতিনীতি ভেঙে দিল। আইনের তোয়াক্কা না করে, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদীয় রীতি ভেঙে চুরমার করে এই কাজটা করা হল। তাঁরা যে বিষয়গুলো জোর দিলেন, তাতে পাল্টা মহুয়াকে বলতে দেওয়ার সুযোগই দেওয়া হল না।’ দলের অপর এক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘দল স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবে, কী হবে। এটা অত্যন্ত অসাংবিধানিক উপায়ে হয়েছে। এই ক্ষমতা পার্লামেন্টকে সংবিধানকে দেয়নি। আমার নিঃসন্দেহে পরামর্শ থাকবে আইনি লড়াইয়ের।’ এরই পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, ‘মা কালী হচ্ছে মায়ের রূপ এবং মহিলারা হচ্ছে মায়ের রূপ। বিরোধী দলনেতা মা কালীর আশ্রয় নিচ্ছেন টুইট করে।’

ডিসেম্বরের ৩ দিন কলকাতায় জাঁকিয়ে শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টি হয়নি। তবে সকাল থেকেই রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় আকাশের মুখ ভার। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, আগামী পাঁচদিন দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। শুক্রবার প্রথম ২৪ ঘণ্টায় একটু আংশিক মেঘলা আকাশ থাকছে। শনিবার থেকে মেঘলা আকাশের ভাবও কেটে যাবে। বেরোবে ঝলমলে রোদ।

তবে আবহাওয়াবিদরা এটাও জানাচ্ছেন, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও দার্জিলিং ছাড়া বাকি কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিংয়ের হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তুষারপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে। বাকি জায়গায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ আগামী ৩ দিনে রাতে তাপমাত্রা কমতে থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রে ১১, ১২, ১৩ ডিসেম্বর, এই সময়টা তাপমাত্রা কম থামবে। তিন দিন নামার পর আবার একটু ওঠার সম্ভাবনা থাকছে। কোথাও কোনও সতর্কবার্তা এই মুহূর্তে নেই। রাতের তাপমাত্রা কমবে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রির মতো।

কলকাতার এই তিন দিনে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে। সোয়েটার, কম্বলে উপভোগ করতে পারবেন কলকাতাবাসী। আগামী তিনদিনে রাতের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়বে। শীতের আমেজ ফিরবে কলকাতায়ও। তবে এদিনও বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সিকিমে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনাও হয়েছে বলে খবর।

তাপমাত্রা নামবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগামী দুদিনে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা নামতে পারে। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে তাপমাত্রা নামতে পারে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী দুদিন বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সর্তকতা। কুয়াশা থাকবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও কুয়াশা। অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরায় কুয়াশার সম্ভাবনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., বারাসাত, ২৪ পরগনা (উঃ), কোর্টে ১৯২৮৩ নং এফিডেভিট বলে Apurba Kumar Banerjee S/o. Amar Nath Banerjee ও Apurba Banerjee S/o. Amar Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৩২ নং এফিডেভিট বলে Sk Abdul Rasid S/o. Abdul Mannan ও Sekh Abdul Rasid S/o. Sekh Mannan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Mandira Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Mangaldeep Ghosh as well as Sudhir Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalipada Das ও Lt. K. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ ই ডিসেম্বর । ২২ শে অগ্রহায়ণ। শনিবার। দ্বাদশী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পূজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত অচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে , জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পুজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেতার দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স দ্বারা শুভ।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৩১ নং এফিডেভিট বলে Surojit Murmu S/o. Sagram Murmu ও Surajit Murmu S/o. S. Murmu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮২৭ নং এফিডেভিট বলে Pradip Saha S/o. Jogin Saha ও Prodip Saha S/o. J. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Saurabh Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Suman Mondal ও Jiten Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Mamon Podder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kamal Chandra Podder ও K. Podder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৭০ নং এফিডেভিট বলে Piyash Kumar Mitra S/o. Sushil Kumar Mitra ও Piyash Mitra S/o. Sk. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinal Kanti Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manindra Biswas ও M. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী মোকাম শ্রীরামপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
Ref Case No. 61 /2015 Act 39, সাকশেসন মোকর্দ্দমা

শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী
পিতা-ঁহরেন চক্রবর্ত্তী
সাকিম- ১৭৮ নং নেহেরু নগর কলোনী, মাহেশ, পোঃ- মাহেশ, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২০২।

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাহার স্ত্রী স্বপ্না চক্রবর্ত্তী বিগত ২৮.০৯.২০১৪ তারিখে পরলোক গমন করেন। উক্ত স্বপ্না চক্রবর্ত্তী তাহার জীবদ্দশায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যতীন্দ্র মোহন এ্যাভিনিউ শাখার লকারে গচ্ছিত টাকা, তৎসহ সোনার নাকের পিন ৫০০ গ্রাম ২ পিস, লকারে গচ্ছিত রূপোর বিছা ২৫ গ্রাম ১ পিস, রূপোর সিঁদুরের কৌটো ১ পিস, রূপোর কাঠি ১ পিস, রূপোর ৪ পিস বালা মোট ১১.৮০০ গ্রাম, লকারে গচ্ছিত ট্রাম ডিপোসিট সার্টিফিকেট ৪ টি, জিনিষপত্র টাকা সহ ও সার্টিফিকেটের টাকা সহ মোট মূল্য ২,৭৯,৭৫০/- টাকা ব্যাঙ্ক লকারে গচ্ছিত আছে। এক্ষনে স্বপ্না চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তদত্যাক্ত লকারে গচ্ছিত টাকা সহ জিনিষপত্রের মূল্য বাবদ উপরিলিখীত ২,৭৯,৭৫০/- টাকা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারী মৃতার স্বামী বিধায়ে তদ ত্যাক্ত লকারে গচ্ছিত টাকা পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে উক্ত নম্বর সাকসেশান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এক্ষনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩০ দিনের মধ্যে যদি মৃতার কোন নিকট আত্মীয় বা অন্যান্য ওয়ারিশানগনের ওজর আপত্তি কিংবা দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর উক্ত উপরিলিখিত ধার্য্যকৃত তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ হুজুর আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারির পক্ষে এক তরফা শুনানি মতে সাকশেকশান সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবে।

দরখাস্তকারীর নিযুক্তীয়
উকিলবাবু
সুদীপ্ত বন্দোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর কোর্ট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
শ্রীরামপুরের ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট
আদালত, হুগলী, পঃ বঃ
০২/১২/২৩

Change Of Name

I **PANKAJ DUTTA** S/o Bidhan Dutta Residing at Vill- Jalahati, Siddheshwaritala, Samudragarh, P.S.- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, Pin - 713519, do hereby solemnly declare That Said **PANKAJ DUTTA** S/o Bidhan Dutta and **PANKOJ DUTTA** S/o Bidhan Dutta are the Same and one identical person, vide affidavit before The Notary Public at Nabadwip, Nadia, Date-5/12/2023

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি কান্দিস্থিত মাননীয় সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন (দ্বিতীয় আদালত) ডিষ্ট্রিক ডেলিগেট, কান্দী, মুর্শিদাবাদ Misc (S)- 09/2021

দরখাস্তকারী- হাঁসিরানি মুখার্জী দিং বনাম
প্রতিপক্ষ- শিববিষ্ণু মুখার্জী

এতদ্বারা সর্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী ১) হাঁসিরানি মুখার্জী, স্বামী ঁঅশোক কুমার মুখার্জী, ২) অনিরুদ্ধ মুখার্জী, পিতা ঁঅশোক কুমার মুখার্জী, সর্ব সাং- জীবধরপাড়া মঠতলা, পো ও থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৩) ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, পিতা ঁঅশোক মুখোপাধ্যায়, সাং 4th Floor, flat-J, 371 প্রান্তিক পল্লী, E.K.T. Kolkata, West Bengal, Pin- 700107, ৪) মধুমিতা মানস চ্যাটার্জী, স্বামী মানস চ্যাটার্জী, পিতা ঁঅশোক কুমার মুখার্জী, সাং সরকার নগর, পোঃ শাস্ত্রীনগর, থানা ও জেলা চন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্র, ৫) সুপর্ণা চ্যাটার্জী, স্বামী দেবাশিষ চ্যাটার্জী, পিতা ঁঅশোক কুমার মুখার্জী, সাং ১৪ পূর্ব কাঁঠালপাড়া, পোঃ ও থানা নৈহাটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা তাহাদের স্বামী ও পিতা অধুনামৃত ঁঅশোক কুমার মুখার্জী ওর্ফে অশোক মুখোপাধ্যায় তাহার মৃত্যুর পূর্বে West Bengal Housing Board এবং Bengal Peerless Housing Development Company Limited এর সহিত তিনি নিম্ন তপশীল বর্নিত ফ্ল্যাট খানি ক্রয় করিবার জন্য একখানি Agreement for Sale Deed সম্পাদন করিয়া তাহা দক্ষিন ২৪ পরগনা D.S.R-V, Alipore Office এ Registry করেন যাহার Deed No. 2133/2019. পূর্বোক্ত প্রস্তাবিত ক্রেতা অর্থাৎ Allottee অধুনামৃত ঁঅশোক কুমার মুখার্জী ওর্ফে ঁঅশোক মুখোপাধ্যায় এর মৃত্যান্তে তাহার বৈধ ওয়ারিশগন অর্থাৎ এই দরখাস্তকারীগন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৩৭২ ধারা মতে Succession Certificate পাইবার জন্য উপরিউক্ত মাননীয় আদালতে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। যদি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত কোনও উকিলবাবুর মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি জানাইতে হইবে, নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী হইবে ।

তপশীল

রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা, মৌজা বাঽখোলা, জে.এল.নং ০২১, থানা পূর্ব যাদবপুর, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৯, বরো নং ১২, প্রমিসেস নং ৪০১, খতিয়ান নং ১৫০,১৫৮, দাগ নং সাবেক ১২৫ (আংশিক), ১২৬ (আংশিক), শ্রেনী বাস্তু, অভিদিপ্তা ফেজ ২ হাউসিং কমপ্লেক্সের অর্ন্তগত, সিলভার টাওয়ারের ২৬ তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট নং AVDII-S-26-06, যাহার পরিমান ৬৯৪ বর্গফুট (Build up Area), কার্পেট এলাকা ৪৩১ বর্গফুট, যাহার উত্তরে দাগ নং ১২৬ (আংশিক), ১৬২, ১৬৮, দক্ষিনে মুকুন্দপুর রোড, পূর্বে দাগ নং ১২৬ (আংশিক) এবং পশ্চিমে ই.এম. বাইপাস রোড ।

আদালতের আদেশানুসারে
অনিতা সাহা **Sherestadar Civil Judge Jr. Division 2nd Court Kandi, MSD. Dated- 02.12.2023**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মোকাম খড়গপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
সাকশেসন কেস নং-৪৬/২০২২।

শ্রীমতী লক্ষী, স্বামী- ভেঙ্কট রামানা, E/23/4 unnit No.05 জয়হিন্দ নগর, ওয়ার্ড নং-১৫, পোঃ- নিমপুরা, থানা-খড়গপুর টাউন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর । ...দরখাস্তকারিনী।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী মৃত জ্যোতি ওয়ারিশান সূত্রে তাহার গচ্ছিত নিম্নে তপশীল বর্নিত টাকা আদায়ের জন্য উক্ত সাকশেসন মামলা দাখিল করিয়াছে। দরখাস্তকারিনী ছাড়া মৃত ব্যক্তির অন্যকোন ওয়ারিশ নাই। এতদবিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইবেন। অন্যথায় কেশের একতরফা শুনানির দিন ধার্য্য হইবে।

তপশীল

1. Leave salary 74,804,
2. General Insurance (GIS) RS. 30,064/-
3. DCRG Rs.1,51,296/-

অনুমত্যানুসারে
Madan Mishra
Sheristadar
District Deligate
Kharagpur Sub-Division
Court Paschim Medinipur
২৯-১১-২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
O.S. 03/2017

দরখাস্তকারী- শ্রীমতি বাসন্তী গোস্বামী, গুরুপিতা-স্বর্গীয় আনন্দ গোপাল গোস্বামী, সাং-কুটিরপাড়া, বিষ্ণুপ্রিয়া হল্টের নিকট, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

- বনাম -

সাইটিগন- পরেশ গোস্বামী দীং

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামী, পিতা- স্বর্গীয় কালীপদ গোস্বামী, সাং- কুটীরপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া, কর্তৃক নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

তপশীল এ (লট নং-১)

জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ, পূরাতন খতিয়ান- ২৬৩৪, আর.এস. খতিয়ান-৬৭৮৪, আর.এস. দাগ- ৪০১১, পরিমান- ১২ ডেসিমেল, রকম- বসতবাড়ী ও মন্দির, হোল্ডিং নং- ১৮৯, শ্রীরামপুর রোড, নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ১, মূল্য-৮,০০,০০০/- টাকা।

আদালতের আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
সেরেস্তাদার,
নবদ্বীপ কোর্ট
Bench clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অতি দর্পে হত লঙ্কা, মহুয়া প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'জয় মা কালী, উনি মা কালীকে অপমান করেছিলেন আর এটাই সনাতন ধর্মের দেব-দেবীর শক্তি। আর আপনাদের বলেছিল দু-পয়সার সাংবাদিক। অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি বার বাড়লে তার পতন দ্রুত হয়।' এই ভাষাতেই মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করার প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি, মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যর পাল্টা দাবি করে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এথিক্স কমিটির মিটিংয়ে কেন হস্তক্ষেপ করবেন! মহুয়াকে এথিক্স কমিটির মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল, উনি সেখানে নাটক করে বেরিয়ে এসেছে সেটা সকলে দেখেছেন। আর যে অনৈতিক কাজ তিনি করেছেন তাতে দেশের কাছে বাংলার গরিমা, সংস্কৃতি নষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার পরে আরো ৫০ জন সাংসদ এইরকম ছিলেন বাংলা থেকেই যারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।' এছাড়াও অধীর চৌধুরী ও মহম্মদ সেলিমকে মহুয়া প্রসঙ্গে একহাত নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এরা এখন নিজেদের চাকরি বাঁচাতে এই সব বলছেন। এই দুজনে বেশ কিছুদিন ধরে সেটিং তত্ত্ব বলতেন। আর স্বপর্যদ খাদ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার ও মহুয়াকে বহিষ্কার করার পর প্রমাণিত কংগ্রেস আর বামেরা হল চোর তৃণমূলের বি টিম। আর বিজেপি এই চোরদের সমূলে উৎখাত করতে চায়, অন্য কেউ না।'

এছাড়াও কালীঘাটের কাকুর প্রসঙ্গ নিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, 'পিজির সুপার মমতার এক চাকর আছেন, ওটাকে ইডি, সিবিআই চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া উচিত, প্যাদানি দিলেই সব বলে দেবে। উনি কামারহাটির তৃণমূল নেতার সঙ্গে জন্মদিন পালন করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, আমার কাছে ছবি আছে। আর কাকু তো শিশুই, ডাকাতের পরিবারের কর্মচারী। ও ছোট ডাকাত।'

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর চা বাগানে চা পাতা তোলার প্রসঙ্গে শুভেন্দু কটাক্ষ করে বলেন, 'শীতকালে কেউ চা পাতা তোলে না। উনি তুলেছেন। সেটাও বোধ হয় ১৯৫৬ টি গুনে গুনে তুলেছেন।'

শুক্রবার রাজ্য সরকারের টাকায় পাহাড়ে জল পৌঁছনো বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রী, চোর মমতা আজকে বলেছেন রাজ্য সরকারের টাকাতে জল দিয়েছেন পাহাড়ে, আমি কালকে টুইট করবো। উনি যে ভাষাতে কথা বলছেন এটা আকবর বলতো। উনি মুঘুল সম্রাজ্ঞীর মতো আত্মীয়তা স্থাপনের কথা বলছেন। উনি কি সাড়ে বারো বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না! বছরে চারবার পাহাড়ে ঘুরতে যেতেন, পাহাড় হাঁসছে বলতেন। পাহাড়ের লোকেরা লোকসভার ভোটে বিজেপিকে ৫ লক্ষ ভোটে জেতাবে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে স্নাতকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া পরীক্ষাবিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে স্নাতকে চলতি শিক্ষাবর্ষে নয়া পরীক্ষা-বিধি চালু করতে হবে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে তার অধীনে থাকা দেড়শোরও বেশি কলেজের প্রথম সেমেস্টারের পড়ুয়াদের জন্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নয়া বিধির খসড়া তৈরিও করে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সূত্রে খবর, জাতীয় শিক্ষানীতির হাত ধরে এই প্রথম কলেজের হাতে পরীক্ষার ভার ছেড়ে দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করবে সংশ্লিষ্ট কলেজই। হোম সেন্টারেই পরীক্ষা দেবেন পড়ুয়ারা। এমনকী, নিজের কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই খাতা দেখবেন। কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া জেলার পাশাপাশি হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় দেড়শোর বেশি কলেজে এই ভাবেই এবার থেকে পরীক্ষা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির হাত ধরে স্নাতকের ৪ বছরের এবং তিন বছরের জেনারেল কোর্সের বদলে চালু হয়েছে বহুমুখী কোর্স। তাতে মেজর ও মাইনর বিষয় এবং পেপারের পাশাপাশি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি-ও পড়ানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ স্টাডিজের বিভিন্ন বিষয় ও পেপারের সিলেবাসের সঙ্গেই সিন্ডিকেট সদস্যদের সেই খসড়া পরীক্ষা বিধি ইতিমধ্যে বিলি করা হয়েছে। তাতেই পরীক্ষা পদ্ধতির একাংশ এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে কলেজের হাতে ছাড়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমেস্টারে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্সের জন্য ৭৫ নম্বর করে মোট ২২৫ নম্বর অথবা ৯ ক্রেডিটের ওপরে পরীক্ষা নেবে কলেজ। ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্সের ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের ও বাকি ২৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল হবে। টিউটোরিয়াল ভাইভা বা প্রজেক্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তবে অনার্স ও পাশের বদলে মেজর ও মাইনর বিষয় এবং পেপারের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় আগে যেমন নিত, তেমনই নেবে।

নয়া শিক্ষানীতির ফলে কলেজে ৪ ও ৩ বছরের কোর্সে বহু বিষয় ও পেপার বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছ'মাসে অন্তত ১৬ সপ্তাহ ক্লাস নিশ্চিত করতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের হাতে পরীক্ষার ভার ছাড়তে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের দাবি, পরীক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা বিধি সিন্ডিকেটে পাশ করানো বাধ্যতামূলক। সে জন্যই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঁচ-ছ'বার সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকার অনুমতি চাওয়া হয়েছে, তা এখনও মেলেনি। ফলে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা কবে হবে, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে কলকাতা মেট্রো রেল। আর সেই কারণেই কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি অগ্নিকাণ্ডের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে 'লাইফলাইন অফ দ্য সিটি'-তে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অগ্নিকাণ্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আরপিএফ কর্মীদের জন্য শুক্রবার এমনই একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আর এই কর্মসূচি আরপিএফ পোস্ট বেলগাছিয়া অফিসে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে আগুন আর ধোঁয়াকে কিভাবে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সামাল দেওয়া হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি এদিন বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে আরও একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যেখানে আরপিএফ এবং ট্র্যাফিক বিভাগের কর্মীরা অংশ নেন।

এই কর্মসূচি শেষে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের আশা, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মেট্রো কর্মীদের দক্ষতা ও সতর্কতা আরও বৃদ্ধি পাবে, যাতে তাঁরা যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে

অতিরিক্ত আয়ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অতিরিক্ত আয়ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। যে সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রগুলো জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হিসেবে নজরে এসেছে সেই সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে এবার অতিরিক্ত আয় ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত এজেন্সিগুলির থেকে বিগত ছয় মাসের রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে এক বৈঠক করেন পুলিশ ও সব এজেন্সি গুলির সঙ্গে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিল পুলিশ, আয়কর, শুল্ক দপ্তর, পোর্ট-সহ একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই যাতে কোনওরকম খামতি না থাকে তা নিয়েই এখন থেকেই রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসতে চলেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার তার আগেই এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠানো হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগেই রাজ্যের তরফে সব তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে তা এখন থেকেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন বুঝিয়ে দিচ্ছে সকলকেই। আর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপই বুঝিয়ে দিচ্ছে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কতটা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে তারা।

নির্যাতিতা মহিলাদের মূল স্রোতে ফেরাচ্ছে 'জীবিকা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওরা কেউ স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত আবার কেউ গার্হস্থ হিংসার শিকার। ওরা মানে মুনমুন, মালতি, সুপর্ণাদের মতো হাজার হাজার মহিলা।

এইসব হিংসার শিকার হওয়া মহিলা ও কন্যা শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জীবিকা'। ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু।

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ১,২,বজবজ ১,২ ও মহেশতলা ব্লকের ৭৫ টির বেশি গ্রামে ১৩০০০ এরও বেশি প্রান্তিক মহিলা এবং কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে। এছাড়া লিঙ্গ সমতা বিষয়ক প্রচার, পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা করা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা এমনকী পরিবেশ রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা সহ নানা কাজে সহযোগিতা করে আসছে তারা। জীবিকার ৩০ বছর উপলক্ষ্যে এই সব কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি 'প্রান্তিক নারীদের উন্নয়নের মাধ্যমে নারী অধিকার এবং ক্ষমতায়নের দিকে যাত্রা' বিষয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার রোটারি সদনে। নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় লিঙ্গ-ভিত্তিক সাম্যতা,বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার, গার্হস্থ হিংসা প্রতিরোধের উপায় সহ নানা বিষয়।

সংস্থার নির্দেশক ডালিয়া রায় বলেন, ইতিমধ্যেই তারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হওয়া ১৬৭৭ জন মহিলা ও কন্যাশিশুকে আলোর দিশা নামক স্বেচ্ছাসেবী দলের মাধ্যমে আইনি পরিষেবা প্রদান করেছেন। তার ফলে প্রান্তিক মহিলারা নিজেদের উপরে হওয়া নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি স্তরে এবং প্রশাসনিক স্তরে মোকাবিলা করার সাহস পাচ্ছে।

এদিনের আলোচনা নারীর অধিকার এবং ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে বলে তারা মনে করেন।

শিশু অধিকার ও বাল্যবিবাহ রুখতে আগামী দিনে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারেও এদিন আলোচনায় অংশ নেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। নাটকের মাধ্যমে অত্যাচারিত মহিলারা তাদের নির্যাতনের কাহিনি তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা দুর্বা সেন সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ ডিসেম্বর ২৩ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, শনিবার

মেট্রো স্টেশনে মোবাইল দোকানে চুরির কিনারা

উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকার ফোন, ছক ছিল বাংলাদেশে পাচারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো স্টেশনে মোবাইলের দোকান থেকে কয়েক লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন চুরি করে বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছিল চোর। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। পুলিশি তৎপরতায় উত্তরপ্রদেশের আলিগড় থেকে চোরকে গ্রেপ্তার করল নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মোবাইল ফোন। এরপরই ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়।

নিউ মার্কেট থানা সূত্রে খবর, এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন চত্বরে একটি মোবাইল ফোনের দোকান রয়েছে। সেখানে যথেষ্ট দামি দামি মোবাইল ফোন রয়েছে। আচমকাই দোকান মালিকের নজরে পড়ে, প্রচুর মোবাইল ফোন নেই। বুঝতে পারেন, একে একে অনেক ফোনই চুরি হয়েছে। এরপরই নিউ মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। প্রশ্ন ওঠে, মেট্রো স্টেশন চত্বর, যেখানে নিরাপত্তা আরও বেশি, সেখানে এমন চুরির ঘটনা ঘটল কীভাবে তা নিয়েই। এরপরই নিউ মার্কেট থানার পুলিশ তদন্তে নামে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। দেখা যায়, রোজ যাত্রী সেজে মেট্রো স্টেশনে ঢুকত সে। এর পর স্টেশন বন্ধ হয়ে গেলেও কোনওভাবে সে গা ঢাকা দিয়ে রয়ে যেত সেখানেই। এর পর শুনশান মেট্রো স্টেশনে শুরু হত তার 'অপারেশন'। ওই মোবাইলের দোকান থেকে দামি দামি ফোন সে ছিনিয়ে নেয়। খোয়া যাওয়া মোবাইল খুঁজে পেতে মোবাইল ট্র্যাকারের সাহায্য নেয় পুলিশ। সেই সূত্র ধরে জানা যায়, মোবাইল হাতিয়ে সে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে পালিয়ে যায়। সেখানকার পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে আলিগড় থেকে গ্রেপ্তার করে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। তার বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, এই সব ফোন বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল ওই ব্যক্তির।

রাতের কলকাতায় অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ে নয়া পদক্ষেপ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের কলকাতায় নজরে আসে যত্রতত্র অবৈধ পার্কিং। এই ঘটনা দীর্ঘদিনের। মাধে মধ্যে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে কোনও বেআইনি পার্কিংয়ে গাড়ি রাখলে চাকায় কাঁটা লাগিয়ে দেওয়া হত। এদিকে দিনের বেলা অবৈধ পার্কিং চোখে পড়লে ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। কিন্তু রাতের শহরে বেআইনি পার্কিং আটকানোর দায় পুরসভার। প্রত্যেক সপ্তাহেই পুরসভার পার্কিং বিভাগের আধিকারিকরা। বেআইনি পার্কিং রুখ তে অভিযান করেন। অবৈধ কোনও পার্কিং দেখলে গাড়ির চাকায় কাঁটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা রয়েছে। সেই কারণে আর সমস্যা পোহাতে চাইছে না পুরসভা। সেই কারণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে হাঁটতে চাইছে পুরসভা। এবার থেকে বেআইনিভাবে গাড়ি পার্কিং করলে মালিকের মোবাইলেই চলে যাবে জরিমানার মেসেজ। চলতি মাস থেকেই এই প্রক্রিয়া চালু নিয়ে পদক্ষেপ শুরু করল পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য 'কেএমসি এমপ্লয়িজ' নামে একটি অ্যাপ রয়েছে। পুরসভার কর্মী আধিকারিকরা কবে কোথায় যাচ্ছেন এবং কী কাজ করছেন তার যাবতীয় তথ্য ও ছবি ওই অ্যাপে তুলে ধরতে হয়। সেই অ্যাপেই যোগ করা হচ্ছে অতিরিক্ত একটি ফিচার, সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশ ও মোটর ভেহিকেলসের সার্ভারের সঙ্গেও এই অ্যাপ যুক্ত থাকবে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বেআইনি পার্কিং হলে সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিকের মোবাইল নম্বরে পৌঁছে যাবে জরিমানার মেসেজ। এক্ষেত্রে ১ হাজার টাকা জরিমানা বাবদ নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, 'ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে বা সিগন্যাল ভাঙলে যেভাবে পুলিশের তরফে জরিমানার মেসেজ পাঠানো হয়, আমরাও সেইরকম ভাবে এই পদ্ধতি চালু করছি। রাতে কোনও বেআইনি পার্কিং হলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি মালিকের কাছে জরিমানার মেসেজ পৌঁছে যাবে।' কলকাতা পুরসভা তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা বলেন, 'গোটা ব্যবস্থাটাই তথ্য প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কোথাও কোনও অবৈধ পার্কিং হলে গাড়ির নম্বর থেকে মালিকের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এবং ফোনে জরিমানার মেসেজ চলে যাবে। রাজ্য সরকারের মোটর ভেহিকলস সার্ভারের সঙ্গে আমাদের এই অ্যাপ লিঙ্ক করা থাকবে।'

বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা। খুনের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়নি শুনে শুক্রবার বিস্মিত হতে দেখা যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তকে। এরপরই তিনি প্রশ্ন করেন, 'খুনের অভিযোগে ধর্তব্য যোগ্য অপরাধ খুঁজে পেলেন না?' এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি এও মন্তব্যও করেন, 'রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

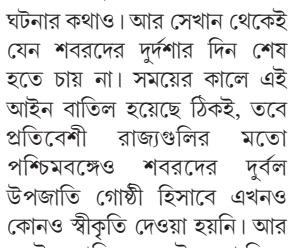

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগ ওঠে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় ২০ অগস্ট ২০২১ খুন হন বিজেপি কর্মী শ্রীকান্ত পাত্র। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ওঠে। খুনের আগে একাধিকবার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের অভিযোগ ঘটনার পরে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তৃণমূলে যোগদানের জন্য চাপ দেয়। এরপরেই দু'বার পুলিশ কর্মীরা বাড়িতে এসে তৃণমূলে যোগদানের জন্য শাসিয়েও যায় বলে অভিযোগ। মামলায় আরও অভিযোগ, খুনের পরের দিন পুলিশ কর্মীরা বাড়িতে এসে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিতে চায় এবং শ্রীকান্ত পাত্রের মৃত্যু দুর্ঘটনার কারণে হয়েছে বলে জানায়। থানা খুনের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলেও অভিযোগ ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের। পরিবারের দাবি, ২০২১ সালের ২৬ অগস্ট আইসি, এসডিপিও, এসপি ও সিবিআইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অথচ কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। এখ নও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি বলেও নিহতের পরিবারের দাবি। যদিও রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করেছেন এসডিপিও। শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসেই ছিল এই মামলার শুনানি।

১০০০ দিনে পড়ল এসএসসি আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার ১০০০ দিনে পড়ল নবম থেকে দ্বাদশ স্তরের মেধাতালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ। ২০১৬ সালের প্রথম এসএলএসটি -তে নম্বর ভিত্তিক মেধাতালিকা না প্রকাশ, সামনের সারির মেধাকে বঞ্চিত করে পেছনের সারির প্রার্থীকে নিয়োগ সহ একাধিক অভিযোগ তোলা হয় চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে। এরপর ২০১৯ এ ২৯ দিনের অনশন কর্মসূচিও পালন করা হয়। এই অনশন কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং মেধাতালিকাভুক্তদের চাকরির প্রতিশ্রুতিও দেন। তবে তা এখনও তা কার্যকর হয়নি। এরপর ২০২১ এ সল্টলেকে ১৮৭ দিন এবং বর্তমানে ধর্মতলায় চলছে এই অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান বিক্ষোভ।

এদিকে সিবিআই রিপোর্টে ৯৫২ জন নবম-দশম ও ৯০৭ জন একাদশ দ্বাদশ এর ওএমআর শিট ম্যানুপুলেট করা প্রার্থীদের নাম উঠে আসে যা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারাধীন। এই প্রসঙ্গে মেধাতালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থী পার্থ প্রতিম মণ্ডল জানান, 'রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন তাদের সদিচ্ছায় অতি দ্রুত সংশোধিত হলফনামা সর্বোচ্চ আদালতে জমা দিয়ে এই দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সকল যোগ্যদের ন্যায্য চাকরির ব্যবস্থা করুক।' এরই পাশাপাশি চাকরিপ্রার্থী এম ডি রাকিব হোসেন ও চন্দন প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ও সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে এই জট কাটিয়ে দ্রুত নিয়োগের দাবিও জানান।

ব্রেনডেথের পর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত তৃণমূলের বিধায়কের বোনের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়েক দিন আগে বাইক থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বোন বছর সাতান্নর জাহানারা বিবি। এরপর তাঁকে তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না। এরপর কলকাতায় স্থানান্তিরিত করা হয় তাঁকে। সেখ ানেই চিকিৎসকরা তাঁর ব্রেন ডেথের কথা ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শ মোতাবেক মরণোত্তর অঙ্গদান সিদ্ধান্ত নেয় ভরতপুর-বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বোনের পরিবার। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বিধায়ক নিজে। এই উদ্যোগের ফলে অন্য কেউ জীবন ফিরে পাবেন, এই ভাবনা কিছুটা হলেই সান্তনা জোগাচ্ছে বোনকে হারানোর ক্ষতে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, 'চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। চিকিৎসকদের কথায় আমরা দেহ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

প্রসঙ্গত, ৩৯ বছর আগে জাহান্নারা বিবির বিয়ে হয় কান্দি থানার ভবানীপুরে। গত সোমবার ছেলের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় পথ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। মোটরবাইক থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে শুরু করে। এরপর তাঁকে কলকাতায় রেফার করেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার তাঁকে এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালেই ব্রেন ডেথ হয় তাঁর।

এরপরেই তাঁর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। আর এই অঙ্গদানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন প্রত্যেকেই। উল্লেখ্য, অঙ্গদান নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। বিভিন্ন চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ক্যাম্প করে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছেন। জেলায় জেলায় এই নিয়ে মেডিক্যাল কলেজগুলির পক্ষ থেকে সচেতনা প্রচারও চালানো হচ্ছে।

ফের ইডি দপ্তরে দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান পাঁচু রায়। শুক্রবার সকালে ইডির দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্সে যান তিনি।

কী কারণে তিনি ইডি দপ্তরে এসেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তল্লাশির পরে ইডি কিছু নথি নিয়ে এসেছিল। সেই সংক্রান্ত

বিষয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এর আগেও সিজিওতে গিয়েছেন পাঁচু। তখন ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের সূত্রে ডেকে পাঠানো হয় তাঁকে। রাজ্যে এই মুহূর্তে অনেকগুলি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি। তার মধ্যে একটি হল পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত 'দুর্নীতি'র অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন সভায় বক্তব্য রাখছেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। ছবি- অদিতি সাহা

'কিফ'-এ এবার সবার নজরে 'শ্রিংকিং অব দ্য স্টাডি-শবর টেলস'

শুভাশিস বিশ্বাস

ভারতীয় এবং বিদেশি সিনেমা পরিচালক এবং প্রযোজকদের বহু সিনেমাই প্রদর্শিত হচ্ছে ২০২৩-এর কলকাতা আন্তর্জাতির ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এঁদের এই কর্মকাণ্ডের অংশীদারিত্বে এবার ভাগ বসিয়েছেন খাস কলকাতার এক সাংবাদিকও। তাঁর এবারের এই তথ্যচিত্রটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের বিলুপ্ত প্রায় শবর জনজাতির জীবন ও কাহিনি নিয়ে। তাঁর এই কাজ রুপোলি পর্দায় তুলে ধরা হবে শনিবার এবং সোমবার শিশির মঞ্চ এবং নন্দন-৩-এ। এখ ানে বলে রাখা ভালো, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে 'শ্রিংকিং অফ দ্য স্টাডি-শবর টেলস' শিরোনামের তাঁর এই ছবিটি। যেখানে ইংরেজি সাবটাইটেল-সহ বাংলায় উপস্থাপন করা হচ্ছে এই তথ্যচিত্র।

এই ছবিটিতে মূলত তুলে ধরা হয়েছে শবর উপজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা। যে জীবন সমস্যা সঙ্কুল। বঞ্চনা, শোষণ আর দারিদ্র্য যেন জড়িয়ে রয়েছে প্রতি পদে। জীবনে নেই কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা, তবে রয়েছে মৃত্যু সম্পর্কে এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ১৮৭১ সালে ফৌজদারি উপজাতি আইনের অধীনে শবরদের কলঙ্কিত এবং তাঁদের অভ্যাসগত অপরাধী হিসাবে তকমা দেওয়ার ঘটনার কথাও। আর সেখান থেকেই যেন শবরদের দুর্দশার দিন শেষ হতে চায় না। সময়ের কালে এই আইন বাতিল হয়েছে ঠিকই, তবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গেও শবরদের দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী হিসাবে এখনও কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর এরই প্রেক্ষিতে এই তথ্যচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে তাঁদের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য শবরদের সংগ্রামের নানা ঘটনা। বামফ্রন্টের শাসনকালে এঁদের এই দুরবস্থার ভার কিছুটা লাঘব হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়নি কোনও পরিবর্তন। ফলে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রয়েছে এক চ্যালেঞ্জ। শবরদের এই জীবনযাত্রা তুলে ধরার ফাঁকে ধরা পড়েছে শবর রমনীদের হতদরিদ্র চেহারাও। অপুষ্টিতে ভুগছেন তাঁরা। এদিকে সমীক্ষা বলছে, শবর মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাথমিক কারণ হল দারিদ্র্য। যার প্রভাব সরাসরি পড়ছে শিশুদের ওপরেও। সারা বিশ্ব যখন বর্তমান প্রযুক্তির হাত ধরে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা জয় করে চলেছে, ঠিক এমনই এক সময়ে এই শবরদের

ঘরে পৌঁছয়নি আধুনিকতার আলো। শবর পাড়ায় ঢুকলে নজরে আসে সেই চেনা দারিদ্রের ছবি। মাটির দেওয়াল, খোড়ো চালের ভাঙাচোরা বাড়ি, নোংরা, আবর্জনায় ভর্তি। একটি বাড়ির উঠোনে শিশুর সঙ্গে ভাগ করে ভাত খাচ্ছেন বাবা। হয়তো রেশন কার্ড মোটামুটি সবার থাকায় দু'টাকা কিলো দরে চালও পান। তবে সমস্যা হল, এখানে কারও অসুখ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গাড়িভাড়া জোটানোই অসম্ভব হয়ে পড়ে এঁদের। আর হবে নাই বা কেন, রাজনৈতিক ময়দানে শবরদের ভোটে খুব একটা হেরফের ঘটবে না কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের জয়-পরাজয়ে। ফলে এই শবরদের নিয়ে নেই কারও মাথা ব্যথাও। এদিকে শবরদের উন্নয়নে প্রচুর টাকাও আসে। যেহেতু এরা লেখাপড়া জানে না, তাই কী সাহায্য এসেছে তা জানা যায় না। মাঝপথে নেপোয় দই খেয়ে যায়। শবর সমিতির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে, তারা সুযোগ পান। এই সমগ্র ঘটনার জেরে শবর শিশুরাও আজ এক অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

সিনেমার শ্যুটিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিজিৎবাবু জানান, পুরুলিয়া হয়েছে এই ছবির কাজ। এই জেলার আটটি ব্লকে রয়েছেন ৩১৭৬টি পরিবার। যাঁদের ১২,৩৪৪ জন বন-আবাসিক ১৬৮ টি গ্রামে বসবাস করেন। তবে সময়ের সঙ্গে কমেছে এঁদের শারীরিক শক্তি। তবে তাঁদের সেই সরলতা চিরভাস্বর। এঁদের এই দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম চিত্রিত করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎবাবু এও জানান, 'এই অরণ্যজীবীরা পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখেন তাঁদের বেঁচে থাকার তাগিদে। যে বিপন্নতা আজ তৈরি হয়েছে পরিবেশে তার বীজ রোপিত হয়েছে তথাকথিত সভ্য মানুষের হাত ধরেই। যে কারণে আজ পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন। একইসঙ্গে বিপন্ন এই অরণ্যজীবীরাও।' উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটির সংগীতায়োজন করেছেন দুই শবর যুবক ও একজন সাঁওতাল উপজাতির। মূল অভিনেতারাও সবাই শবর প্রবাসী।

এখানে আরও একটা তথ্য অভিজিৎ চৌধুরী সম্পর্কে দিয়ে রাখা প্রয়োজন, তা হল সুন্দরবনের জীবন নিয়ে 'সুন্দরবন-সাগা অফ দ্য হাঙ্গরি টাইডস'-নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন গত বছরেই। পরপর দু'বছর কলাকাত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এগুলি নমিনেটেড হয়েছে আর প্রিমিয়ারও হচ্ছে। এরপর তাঁরই হাতে তৈরি হল শবরদের নিয়ে এবারের এই তথ্যচিত্র। বর্তমানে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি পাড়ি দেওয়ার রাস্তাকে যে প্রশস্ত করবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্থিতিশীল হলেও সংকট কাটেনি মদন মিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত সোমবার মাঝরাতে আচমকা তীব্র শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মদন মিত্রকে। বর্তমানে সিসিইউ অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তৃণমূল বিধায়কের কাঁধের হাড় ভেঙেছে। যার জেরে তাঁর একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি আপাতত স্থিতিশীল হলেও এখনও সংকট কাটেনি।

সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ২০৬ নম্বর কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় বিধায়কের। খুব কাশি হচ্ছিল। শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল। রাতে নেফ্রলজিস্ট তাঁর চিকিৎসা করেন। রাতভোর মোটের উপর স্থিতিশীল ছিলেন। পরের

দু'দিন স্থিতিশীল থাকলেও বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মদন মিত্র ফের তীব্র শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করেন। এমনকী ভীষণ কাঁপুনি শুরু হয়। গোটা শরীর ঝাঁকিয়ে কাঁপতে থাকেন তিনি। জ্ঞানও হারান। এরপর সিপিআর দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয় তাঁকে।

কিন্তু ওই তীব্র ঝাঁকুনিতেই কাঁধের হাড় ভেঙে যায় মদন মিত্রের। শুক্রবার সকাল থেকেই কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজিস্ট-সহ মোট ১০ জন চিকিৎসকের একটি দল কামারহাটির বিধায়কের চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম থাকায় তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্পাইনাল কর্ডের সিটিস্ক্যান করা হয়। মস্তিষ্কের এমআরআই-ও করা হয়েছে। হাড় ভাঙার বিষয়টি ঠিক কতখানি গুরুতর, এখনও অস্ত্রোপচার করতে হবে কি না, তা এই পরীক্ষাগুলির রিপোর্ট হাতে এলে নিশ্চিত হতে পারবেন চিকিৎসকরা।

সম্পাদকীয়

নীতি রূপায়ণের ভাবনা সহজ, বাস্তবায়ন কঠিন

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক ন্যায় ও আর্থিক মানোন্নয়নকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তারই সুফল হিসাবে স্বাধীন দেশে সমাজে অন্যদের থেকে তুলনামূলক ভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষরা স্বাবলম্বী হয়ে শিক্ষা ও সচেতনতার যৌথ সুফল পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি নিদারুণ দারিদ্রের নাগপাশ কেটে আত্মবিশ্বাসী নাগরিক হয়ে তাঁরা দেশ ও দশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম শরিক হতে পেরে গর্ববোধ করেন। তবে সংরক্ষণের সুফল সুচারু ভাবে কাজে লাগাতে কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনকেও হয়তো বিশদে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে ব্যতিক্রমী ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সরকারি চাকরিতে প্রাপ্ত সুবিধা গড়পড়তা বেসরকারি চাকরির থেকে বেশি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সংরক্ষণের কারণে চাকরি পাওয়া ব্যক্তির সামাজিক ও আর্থিক মানোন্নয়ন হয়। তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর পরিবারের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে পারেন। সেই সঙ্গে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দ্বিধাহীন ভাবে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে পারেন। সন্তানদের দিতে পারেন সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চিত আশ্বাস। তবে সমাজের বাকি অংশের কাছে সংরক্ষণের সুবিধা সমান ভাবে পৌঁছে দিতে একটা বিকল্প ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। ধরা যাক, সংরক্ষণের কারণে প্রতি বছর সারা দেশে গড়ে ৫০ হাজার মানুষ সরকারি চাকরি পান। তাঁদের উপর নির্ভরশীল তাঁর পরিবারের সদস্য বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংরক্ষণের তালিকা থেকে বাদ দিলে একটু হলেও প্রতিযোগিতা কমবে এবং সমাজের বাকি মানুষদের কাছে আর্থ-সামাজিক উন্নতির সুফল পাওয়ার সুযোগ অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংরক্ষণের সুবিধা পেলেও একই তালিকাভুক্ত মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে পারবেন, আবার সংরক্ষণের তালিকায় থেকেও আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় অন্য অনেকে সন্তানদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে পারবেন না। ফলে সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হয়েও এক জন হবেন রাজকর্মচারী, অন্য জন হবেন পূর্বপুরুষের পেশা অনুসরণ করে; ইটভাটার শ্রমিক অথবা জনমজুর। তবে এই নীতি রূপায়ণের চিন্তাভাবনা করা সহজ হলেও বাস্তবায়িত করা মোটেও সহজ নয়। এর জন্য সরকারি ভাবে পদক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে, আমজনতাকেও ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের কথা ভেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যথায় সংরক্ষণের সুফল সকলের কাছে পৌঁছবে না।

শাশ্বত কথা

সত্যকথা

সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান,সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না। কায়মনবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়। যারা বিষয় কর্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা তাদের সত্যতে থাকা উচিত। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই- পাছে সত্যের আঁট যায়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

সোনিয়া গান্ধি

১৯৪৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ শত্রুঘ্ন সিনহার জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোনিয়া গান্ধির জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দিয়া মির্জার জন্মদিন।*

টেস্ট পরীক্ষা তো হলো এবার পড়ুয়াদের কি করনীয় !

বরুণ মণ্ডল

সিবিএসই, আইসিএসই এবং আইএসসি-র পর ২০২৩ সালে মাধ্যমিকেও কমেছে পাশের হার। এমনকী, জীবন বিজ্ঞান বাদে বাকি ছ'টি বিষয়েই উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছে 'এএ' অর্থাৎ ৯০-১০০ নম্বরের গ্রেড পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা। 'এ' (৬০-৭৯ নম্বর) পাওয়া ছাত্রছাত্রীও গত ২০২২ শিক্ষা বছরের তুলনায় ৭৫ হাজারের বেশি কমে গিয়েছে। গত ২০২২ এ মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮৬.৬০ শতাংশ। ২০২৩ এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৬.১৫ শতাংশে। ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৩২১ জন পরীক্ষার্থী ২০২৩ এ মাধ্যমিক দিয়েছিল। পাশ করেছে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪২৮ জন। অর্থাৎ, অকৃতকার্য বা ফেল করা পড়ুয়ার সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৯৩। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় অকৃতকার্য পড়ুয়াদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অনেক কিছুর উপরেই এ সব নির্ভর করে। সে দিন হয়তো কারও পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল। তা ছাড়া, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দেশের বৃহত্তম রাজ্য পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা। সমাজের নানা স্তরের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় বসে। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতির অভাবও থাকতে পারে।'

এত গেল গত দুই বছরের পরিসংখ্যান। এই হিসাব ভয় ধরানোর জন্য নয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় জীবনের প্রথম সরকার নিয়ন্ত্রিত বড় পরীক্ষা দিতে চলেছে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা। সবেমাত্র টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। টেস্টের রেজাল্ট কোনো কোনো স্কুলে প্রকাশ করা হয়েছে বা কোনো কোনো স্কুলে খুব শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দের জন্য আজকের কিছু আলোচনা।

আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করব। প্রথমত যারা পরীক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয়তঃ যারা মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ততটা গুরুত্ব দেয় না, আবার গাফিলতিও খুব একটা দেয় না। অর্থাৎ মধ্যম মানের ছাত্র-ছাত্রী। আর তৃতীয় ভাগে হল তারা, যাদের পরীক্ষা পরীক্ষার মতো চলে, তারা তাদের মত চলে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমি দোষারোপ করব না। কেননা তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা এবং তাদের মেনটর অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে হয়তো বোঝাতে পারেননি। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসানোর আগে এই পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজন ছিল। সেই ওয়াকিবহাল করানোর কাজটাই আজকের এই নিবন্ধে রাখবো।

অতি জনপ্রিয় এবং সহজ একটা লোক কথা, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না'। অর্থাৎ পরিশ্রমই সৌভাগ্যের পথপ্রদর্শক। অন্যভাবে বলা যায়, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষা হল ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের ভবিষ্যতের সোপান। এই পরীক্ষাটাকে ছেলেখেলা করলে চলবে না। যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে পরীক্ষাটাকে গুরুত্ব দিয়ে নিত্যদিনের পড়াশোনাটাকে গুরুত্ব দিয়েছে, তারা অবশ্যই সফল হবে। তারাই ক্যারিয়ারে দাগ কাটবে। কেউ যদি ভেবে থাকে যে পড়াশোনা করেও তো কত বেকার বসে রয়েছে, তাদেরকে বলি, পড়াশোনাটা শুধু অর্থ রোজগারের জন্য নয়। বা পড়াশোনা শুধু চাকরির উদ্দেশ্যে নয়। আর জীবিকা মানেই শুধু চাকরি বাকরি নয়। জীবন সংগ্রামে লড়াই সবাইকেই করতে হয়। যে তথাকথিত সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে তাকেও কিন্তু এই লড়াইয়ের অংশীদার হতে হয়। সুতরাং লড়াইটা অবশ্যই করতে হবে। আর সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি হচ্ছে ছাত্র জীবন। সেই প্রস্তুতির প্রথম ধাপ মাধ্যমিক পরীক্ষা। অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের নামা কি বুদ্ধিমানের কাজ! মনে রেখো যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। তোমার ভবিষ্যতের জয় লেখা হয়ে যাচ্ছে আজকের এই প্রস্তুতির মাধ্যমে।

মাধ্যমিকের দুই আড়াই মাস আগে কেন টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়? ভেবে দেখেছো কি? এই পরীক্ষাতে কে কাকে পরীক্ষা নেয়? উত্তরটা বলতে পারবে? পরীক্ষার সামনে এই ধরনের অবান্তর প্রশ্ন কেন? আসলে এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মাধ্যমিক পরীক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন কিনা জানার। তোমরা বলবে মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব কে না বোঝে? কিন্তু অন্যের মুখে ঝাল খেলে চলবে না। সবাই বলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাই মাধ্যমিক পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিলে কাজের কাজ হবে না।

টেস্ট পরীক্ষা স্কুল থেকে নেওয়া হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে তাদের প্রস্তুতি কেমন। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা হল নিজেকে যাচাই করে নেওয়ার পরীক্ষা। যারা প্রস্তুতি সঠিকভাবে নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই টেস্ট পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি যারা সারা বছর সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেনি,তাদের জন্য নিজেকে চেনার একটি মোক্ষম অধ্যায় হল টেস্ট পরীক্ষা। সিলেবাসের কোথায় গাফিলতি থেকে গেছে, সেটা টেস্ট পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বোঝা গেছে। অর্থাৎ টেস্ট পরীক্ষায় কি রেজাল্ট হল তা থেকে যেমন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রস্তুতির বহর বুঝতে পারবে, তেমনি সিলেবাসের কোন অংশে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে , সেটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি ভাবো টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তার একটা আভাস দেওয়া হয়, তাহলে টেস্ট পরীক্ষার গুরুত্বটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারা গেল না। টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট যাই হোক, পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নিজেরা অবশ্যই নিজেদেরকে বুঝতে পেরেছ। টিউটর বা মাস্টারমশাইরা, অভিভাবকরা অভিভাবিকারা অবশ্যই তাদের সন্তানদের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করবে এই পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে। কিন্তু আমার অভিমত, ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে পারবে এই টেস্ট পরীক্ষা প্রস্তুতি এবং ফলাফলের মাধ্যমে।

এখন এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের কি করনীয়? আমি বলব, টেস্টের রেজাল্ট ভালো হলেও উৎফুল্ল হওয়া দরকার নেই, আবার রেজাল্ট কিছু খারাপ হলেও ভেঙে পড়ার কিছু নেই। অধিকাংশ স্কুলে আজ অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদেরকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য আটকে রাখা হয় না। টেস্টে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার স্কুলের তরফে একটা রেওয়াজ ছিল। কিন্তু অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে এটা নিয়ে চরম ভুল বোঝাবুঝি এবং বিক্ষোভের পর্যায় পৌঁছে গেছিল। সে সমস্যা এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু সবাইকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া অনুমতির স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করলেও চলবে না। টেস্ট পরীক্ষায় যে যে সাবজেক্টে কম নাম্বার হয়েছে, তার কারণ নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যাবে। আমার ধারণা ছাত্র-ছাত্রী নিজেই বুঝতে পেরেছে তার কোথায় গলতি রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সময়ে সেই গলতি গুলো অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

পড়াশুনার গোড়ায় গলদগুলো নিজেকে বুঝতে হবে। একান্ত বুঝতে না পারলে অবশ্যই অভিভাবক, অভিভাবিকা টিউটর বা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতা নিতে হবে। আমার মত, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচুর ছাত্র ছাত্রীর চাপ থাকে সে কারণে নিত্যদিনের ব্যক্তিগত পাঠদান করেছে এমন ব্যক্তির কাছেই পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন। নতুন কারুর কাছে এই মুহূর্তে না যাওয়াই ভালো। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে যে সমস্ত টিউটর পড়ান তাদের সঙ্গে অভিভাবকের ওতপ্রোত যোগাযোগ রাখা দরকার।

মোবাইল ঘাটাঘাঁটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনকে যত না ভালো করছে ততটা মানসিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। খুব বেশি মোবাইল ঘাটাঘাঁটির মস্তিষ্কে নতুন কিছু গ্রহণ করার বা নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রভুত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। এই ব্যাপারটা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সিরিয়াসলি ভাবা দরকার। মোবাইলে পড়াশোনা এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। মোবাইল থেকে যথেষ্ট দূরে থাকতে হবে। মন সতেজ রাখার জন্য মোবাইল ব্যতিরেকে অন্য কোন যন্ত্রে একটুখানির জন্য গান শোনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে টিভি ব্যবহার করা যাবে না। এই মুহূর্তে মোবাইল ব্যবহারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য/সদস্যদেরকেও সচেতন থাকতে হবে।

টেস্ট পরীক্ষা স্কুল থেকে নেওয়া হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে তাদের প্রস্তুতি কেমন। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা হল নিজেকে যাচাই করে নেওয়ার পরীক্ষা। যারা প্রস্তুতি সঠিকভাবে নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই টেস্ট পরীক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি যারা সারা বছর সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেনি,তাদের জন্য নিজেকে চেনার একটি মোক্ষম অধ্যায় হল টেস্ট পরীক্ষা। সিলেবাসের কোথায় গাফিলতি থেকে গেছে, সেটা টেস্ট পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বোঝা গেছে। অর্থাৎ টেস্ট পরীক্ষায় কি রেজাল্ট হল তা থেকে যেমন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রস্তুতির বহর বুঝতে পারবে, তেমনি সিলেবাসের কোন অংশে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে , সেটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি ভাবো টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তার একটা আভাস দেওয়া হয়, তাহলে টেস্ট পরীক্ষার গুরুত্বটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারা গেল না। টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট যাই হোক, পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নিজেরা অবশ্যই নিজেদেরকে বুঝতে পেরেছ। টিউটর বা মাস্টারমশাইরা, অভিভাবকরা অভিভাবিকারা অবশ্যই তাদের সন্তানদের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করবে এই পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে। কিন্তু আমার অভিমত, ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে পারবে এই টেস্ট পরীক্ষা প্রস্তুতি এবং ফলাফলের মাধ্যমে। এখন এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের কি করনীয়? আমি বলব,টেস্টের রেজাল্ট ভালো হলেও উৎফুল্ল হওয়া দরকার নেই, আবার রেজাল্ট কিছু খারাপ হলেও ভেঙে পড়ার কিছু নেই। অধিকাংশ স্কুলে আজ অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদেরকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য আটকে রাখা হয় না। টেস্টে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার স্কুলের তরফে একটা রেওয়াজ ছিল। কিন্তু অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে এটা নিয়ে চরম ভুল বোঝাবুঝি এবং বিক্ষোভের পর্যায় পৌঁছে গেছিল। সে সমস্যা এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু সবাইকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া অনুমতির স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করলেও চলবে না। টেস্ট পরীক্ষায় যে যে সাবজেক্টে কম নাম্বার হয়েছে, তার কারণ নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যাবে। আমার ধারণা ছাত্র-ছাত্রী নিজেই বুঝতে পেরেছে তার কোথায় গলতি রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে সময়ে সেই গলতি গুলো অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

একটা দিনকে চারটি অংশে ভাগ করে ছাত্র-ছাত্রীর বোঝার কাঠিন্যের উপর নির্ভর করে সাবজেক্ট ভাগ করে পড়ার পরিকল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীর যে সাবজেক্ট দুর্বোধ্য বলে মনে করবে তাকে রাখতে হবে সাত সকালের দিকে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত বা উষা কালের দিকে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা অনেকটাই বেশি থাকে। দুপুরের দিকে অর্থাৎ যখন পরিবেশ কর্ম চঞ্চলতায় ভরপুর থাকে তখন সকালের দিকে পড়া অংশগুলো লেখার প্র্যাকটিস অথবা অংকের প্র্যাকটিস বা ম্যাপ পয়েন্টিং প্র্যাকটিস গুলো করতে হবে।

যে সমস্ত পরিবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারের এই দুই মাস আনন্দ-ফূর্তির অনুষ্ঠান যতটা সম্ভব বাতিল করতে হবে। আপনি ভাবতেই পারেন দু'ঘণ্টার আনন্দে কি ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আনন্দ করার জন্য দু'ঘণ্টা ব্যয় করা হলে তার রেশ থাকে আনন্দ উপভোগ করার দু'ঘণ্টার পূর্বে এবং পাঁচ ঘন্টা পরেও। যদিও হিসাবটা আমার আনুমানিক। মনস্তত্ত্ববিদরা ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বলতে পারবেন।

অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলি, মনে রেখো কোন কিছুই সহজে পাওয়া যায় না। একটা গল্প শোনাই, এক দেশে রাজা হঠাৎ মারা যান। তাঁর ১২ বছরের পুত্র সন্তানকে সবাই রাজার আসনে বসার জন্য বলে। পুত্র সন্তান গররাজি ছিল এবং প্রস্তাব দেয় রাজ্যের যে কেউ দশ বছরের জন্য বসুক, তারপর উপযুক্ত হয়ে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী সেই প্রস্তাবে নারাজ ছিলেন। রাজকুমারের পীড়াপীড়িতে এক সহজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঘোষণা করা হলো, আগামীকাল সকাল ছয়টার মধ্যে রাজার সিংহাসনে যে এসে বসবে তাকেই রাজা মেনে নেওয়া হবে। রাজকুমার এই আয়োজনে অবাক হল। রাজ্যভিষেক উপলক্ষে রাজবাড়ীর প্রবেশ দ্বারে খাদ্যদ্রব্য নাচ-গান, নেশা দ্রব্য প্রভৃতি ফ্রিতে উপভোগ করার কাউন্টার করে রাখা হয়েছিল। প্রচুর লোকের সমাগম। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও কেউ এসে সিংহাসনে বসলেন না। রাজকুমার অবাক হলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে কারণ খুঁজতে গেলেন। দেখা গেল, উপভোগের বিভিন্ন কাউন্টারের প্রচুর ব্যক্তি তখনো উপভোগে ব্যস্ত। তারা তাদের রাজ সিংহাসনে বসার লক্ষ্য ভুলে গেছে।

গল্পটার মর্মার্থ এই যে যদি তুমি সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্য চরম লক্ষ্য ভুলে যাও, তবে ওই সমস্ত ব্যক্তিগুলোর মতো তুমিও রাজা হতে পারবে না। তোমার জন্য নির্দিষ্ট সিংহাসন খালি পড়ে থাকবে। আর সমস্ত উপভোগ সাময়িকভাবে ত্যাগ করে যদি একবার রাজা হতে পারো তবে আরও মজাদার ভাবে তা উপভোগ করতে পারবে। আশা করি মাধ্যমিকের প্রাক্কালে গল্পটি তোমরা বুঝতে পারছো। তোমাদের পরীক্ষার সাফল্য কামনা করে এখানেই শেষ করি।

লেখক: শিক্ষক, ন'পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, রানাঘাট নদীয়া

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের ধস খনি অঞ্চল হরিপুরে, এবার স্কুলে, আতঙ্কে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: নিম্নচাপের জেরে বিগত কয়েকদিন ধরেই খনি অঞ্চল তথা দেশজুড়ে চলছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাত হলেই খনি অঞ্চলে প্রকট হয়ে ওঠে ধসের আতঙ্ক। কয়লা খনি অঞ্চল অণ্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোহার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরই দেখা যায় ধসের ঘটনা। বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতের জেরে এবারের ধসের ঘটনা ঘটল পাণ্ডবেশ্বর থানার হরিপুর হাটের ঠিক পিছনেই অবস্থিত একটি সরকারি হরিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা সামনে আসে প্রাঙ্গণে খেলতে আসা কিছু ছেলেরা এই খবর স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানালে।

শুক্রবার সকালেই স্কুল প্রাঙ্গণে ধস বড় আকারের একটা গর্তে পরিণত হয়। স্বাভাবিক ভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হরিপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপীনাথ নাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানান, সৌভাগ্যক্রমে স্কুল চলাকালীন এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি, কেননা এই স্কুলে ছোট বড় ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, আর এই স্কুল প্রাঙ্গণেই তারা খেলাধুলা করে সেই মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। পাশাপাশি তিনি এও অভিযোগ করেন, এক সময়ে এই এলাকায় পুরনো কোনও খনি ছিল, সঠিক ভাবে সেখানে বালি ভরাট না করার কারণেই বৃষ্টি হলেই ধসের আকার নেয়।

গোপীনাথবাবু জানান, ইসিএল আধিকারিকদের গতকালই খবর দেওয়া হয়েছে এই ঘটনার বিষয়ে। কিন্তু বেলা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছননি। পঞ্চায়েত নিজস্ব উদ্যোগে এই ঘটনাস্থল ব্যারিকেট দিয়ে ঘিরে ফেলে যাতে করে কোনও মানুষ বা পশু ওই ধস কবলিত এলাকার দিকে যেতে না পারে। পৌনে দশটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন হরিপুর কোলিয়ারির এজেন্ট, একে একে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও বৃষ্টি হাজরা, স্থানীয় বাসিন্দা তথা জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং।

বিডিও জানান, যেহেতু পরীক্ষা চলছে, তাই এদিনের এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যই বিদ্যালয় বন্ধ থাকছে না। তবে নিরাপত্তার জন্য ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ, পঞ্চায়েত ও ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের বেশ কয়েকজন আধিকারিক। জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং দাবি করেন, ইসিএল এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় কয়লা উত্তোলনের জন্য খনি তৈরি করেছে, তবে কয়লা উত্তোলনের পর সঠিক ভাবে সেই খ নিমুখ ভালো ভাবে বালি দিয়ে ভরাট না করার কারণেই আজ এই ধসের ঘটনা ঘটছে আকছার।

তিনি জানান, ইসিএল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যদি সত্যিই বিপজ্জনক পায়, তা হলে ভবিষ্যতে এই স্কুলকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে এসে হরিপুর কোলিয়ারির এজেন্ট পঙ্কজ কুমার ঝাঁ জানান, মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজ শুরু হয়েছে এবং এই ঘটনাই ইসিএলের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থল স্কুল এবং আশপাশের জায়গা নিরীক্ষণ করা হবে। সব মিলিয়ে একেবারে স্কুল প্রাঙ্গণে ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যেও। ওই স্থান মাটি দিয়ে ভরাট করার পরও তা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ থাকবে সেটাই ভাবাচ্ছে অভিভাবকদের।

বাবাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাবাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বামুনারা গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে ময়লা ফেলা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয় বাবা বাপন মাঝির সঙ্গে তাঁর স্ত্রী চম্পা মাঝির। ছেলে কালী মাঝি বাবা ও মাকে ঝগড়া করতে বারণ করেন। মা ঝগড়া থেকে সরে গেলেও বাবার সঙ্গে ছেলের ঝগড়া শুরু হয়। ছেলে কালি মাঝিকে বটি করে বাবা বাপন মাঝি তেড়ে গেলে ছেলে আরও রেগে যান বলে দাবি। পাশে পড়ে থাকা গাছের ডাল নিয়ে কালী মাঝি বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করলে, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তাঁর বাবা। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তাঁকে ভাতার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি অফিস : ১ রমেশ মিত্র রোড, ৪র্থ তল থানা - ভবানীপুর
কলকাতা - ৭০০০২৫
CIN L65993WB1918PLC000947; ইমেল আইডি-bfmiltd@gmail.com

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২ এর সাথে পঠিত এবং সংশোধিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য প্রবিধান, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) থেকে শেয়ারগুলিকে তালিকাবিমুক্ত করার জন্য রেজোলিউশন পাস করার প্রস্তাব করেছে, যেমনটি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখে ০৫.১২.২০২৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে।।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি সকল সদস্যকে তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে।

একজন সদস্য প্রকৃত ব্যালট বা ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারেন। ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মে ছাপানো পরের পৃষ্ঠাও মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়াটি ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে রবিবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় সদস্যরা অনুগ্রহ করে নোটিশের সাথে সংযুক্ত স্ব-ঠিকানাকৃত, ডাক প্রিপেইড উত্তর খামে যথাযথভাবে পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ফেরত দিতে পারেন যাতে ৯ই জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে বিকাল ০৫.০০টা বা তার আগে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছানো যায়। পোস্টাল ব্যালট তার পরে গৃহীত হয় তারিখটিকে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই জাতীয় সদস্যের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া না যায় এবং তা অবৈধ হয়ে দাঁড়াবে এবং উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখের অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর, ২০২৪ হিসাবে গণনা করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

ফিজিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার চেয়ারম্যান বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো পরিচালকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো পরিচালক ৯ই জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হবে। ফলাফল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে।

যে কোনো শেয়ারহোল্ডার যারা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির কাছে একটি বিকল্প পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা শ্রী দেবেন্দ্র আগরওয়াল, ফোন নম্বর ৯৮৩০২১২৯৮২ এবং ই-মেইল bfmiltd@gmail.com সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুশীল কুমার বান্থিয়া
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৫৫৫১৬৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ ০৫.১২.২০২৩

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স সেট স্কোয়ার বিনিময় প্রা লি,** এক নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং বি.০৫.০৪৮১৬ এর মূল কপি অবাঞ্ছিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং কোম্পানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।

সেট স্কোয়ার বিনিময় প্রা লি এর পক্ষে
৭১ বি. আর. বি. বি. রোড, ৬ষ্ঠতল,
রুম নং-ডি ৫০৮, কলকাতা-৭০০০০১

স্থান : কলকাতা — স্বা/-
তারিখ : ০৮.১২.২০২৩ — ডিরেক্টর

জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে অণ্ডাল ব্লক প্রশাসনের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান ও বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি কলের সংযোগ দেওয়ার কাজ হয়েছে। কিছু এলাকায় এখনও বাকি রয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে একটি করে ওভারহেড ট্যাংকার। প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতি নিয়ে শুক্রবার অণ্ডাল বিডিও অফিসে একটি বৈঠক হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, এলাকার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিডিও দেবাঞ্জন দত্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত রায়, ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্যরা। বৈঠকটিতে জল জীবন মিশন প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হয়। জানুয়ারি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ যাতে সম্পূর্ণ হয় সেই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিককে তৎপর হতে বলেন মহকুমা শাসক।

১৬তম ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার ১৬তম ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা হয়। বর্ধমান শহরে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ভারত সংস্কৃতি উৎসবের বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ পোদ্দার। উপস্থিত ছিলেন ভারত সংস্কৃতি উৎসবের কার্যকরী সভাপতি অরূপ দাস, গুরু গজেন্দ্র পান্ডা সহ বর্ধমান শহরের বেশ কিছু নৃত্য প্রশিক্ষণ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। এদিন পদযাত্রাটি বর্ধমান শহরের টাউন হল ময়দান থেকে শুরু হয়ে বিসি রোড প্রদক্ষিণ করে ফের টাউন হলে এসে সমাপ্ত হয়।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনার পরে এদিন সন্ধ্যায় টাউন হলের ময়দানে অনুপ জলোটার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে কয়েকশো মানুষ উৎসাহের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ : **শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল এবং শ্রীমতি আলো মন্ডল** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)/জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল পিতা অরুণ কুমার মন্ডল, ইউনিট নং -সি/৫০৩, ৫মতল, অনিমা প্রসন্নময়ী ভিলা, কাউগাছি মোড়, শ্যামনগর, জিপি-১, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৭ **শ্রীমতি আলো মন্ডল স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** ইউনিট নং -সি/৫০৩, ৫মতল, অনিমা প্রসন্নময়ী ভিলা, কাউগাছি মোড়, শ্যামনগর, জিপি-১, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৭, **ঋণ এ/সি নং : ৩৭০৮০০৩৭১৫৮, ৩৭০৮৭৪৫৮৪৩৪ শাখা : বাবাবপুর শাখা**	**ডেভেলপার- মেসার্স অনিমা এন্টারপ্রাইজ এবং ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল এবং শ্রীমতি আলো মন্ডল,** ইউনিট নং -সি/৫০৩, ৫ম তল, অনিমা প্রসন্নময়ী ভিলা, কাউগাছি মোড়, শ্যামনগর, জিপি-১, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৭। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি/৫০৩, ৫ম তল, ৩বিএইচকে, দক্ষিণ পূর্ব অংশে, ব্লক সি, পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া কমবেশি সি/৫০৩-১০৪০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৭৭৫ বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট "অনিমা প্রসন্নময়ী ভিলা" ভবনে যা প্রেমিসেসের প্রথম তপশিলে নির্মিত। **প্রথম তপশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২০ কাঠা ০৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট নথিভুক্ত আরএস দাগ নং ৫ এবং ৬, হাল দাগ নং ১৩, ২১ এবং ১৪, আরএস খতিয়ান নং ১০, এবং ১, হাল খতিয়ান নং ১১৭৪, ২৫৬, ৬০৩ এবং ১৫৮৫, মৌজা-কাউগাছি, জেএল নং ২০, তৌজি নং ৬৫৫, কাউগাছি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর-নৈহাটি অধিক্ষেত্রে, থানা-জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।	১৬.০৮.২০২৩	০৩.০২.২০২১	৩৬,৪২,৮৪৫.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা **১৫.০৮.২০২৩ অনুযায়ী,** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৯.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI)

অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৬.১২.২০২৩ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) সালের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা : দমদম অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী অনিল বিয়ানী (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি পুনম বিয়ানী (সহ-ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা : ২০/১ জে এন তিওয়ারি রোড, দমদম, কলকাতা- ৭০০০২৮	একটি বসবাসের ফ্ল্যাট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২৫ বর্গফুট (কমবেশি), ফ্ল্যাট নং -৩সি, দক্ষিণ দিকে ৪র্থতলে, জি-৩ তলা "মোহিনী মোহন অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৪, ঈশ্বর গুপ্ত রোড, মৌজা- দিগলা, জেএল নং -১৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং -১৬১, খতিয়ান নং ১৫৩, দাগ নং ৯৭৫১১৪৫, নথিভুক্ত ৯৭৫৪৪৯৯ অনুযায়ী, থানা-দমদম, এডিএসআর কাশীপুর অধিক্ষেত্রে, দমদম ওয়ার্ড নং ৭, কলকাতা- ৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে:** অমিয় ভুষণ ঘোষের ভবন, **পূর্বে :** শুক্লার ভবন, **পশ্চিমে :** অরুণ মল্লিকের ভবন সমন্বিত।	**১৫,০১,৫৩২.৬৫ টাকা এবং** ৩১.০৩.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর আরও সুদ এবং চার্জ	১২.০৪.২০২১ এবং ২৫.০৫.২০২৩ (স্বত্ব দখলীকৃত)	**১৬,২৫,০০০ টাকা এবং ১,৬২,৫০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi.index.jsp -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৬.১২.২০২৩ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ৪২০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২০.১২.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতি কুমারি শিল্পী (+৯১৯০৩১১৫৭৬৩৬) অথবা শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে"** এবং **"কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২২.১২.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সফল দরদাতার বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী বিড মানি ডিপোজিট কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইএমডি হিসাবে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% সহ) অবিলম্বে পরের কার্যদিবসে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দরপত্রের মূল্য গ্রহণের পরে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের ভারসাম্য প্রদেয় হবে। অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ তম দিনে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং চলাকালীন) বা শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়কাল, যে কোনও ক্ষেত্রেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের পরে নয় সম্পত্তি বিক্রয়। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতা কর্তৃক ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনার স্বাধীনতায় থাকবে।**
(৯) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১০) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১১) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১২) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ/পনেরো দিনের নোটিশ।
(১৩) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : https://www.bankofindia.co.in।

তারিখ: ০৯.১২.২০২৩ — স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (punjab national bank) — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) নাসিমা খাতুন এবং মহ জাহাঙ্গীর আলম খ) বহরমপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট অবস্থিত ৬ষ্ঠতল, নং ৩, বি-জি-৫ তলা, **জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট** ভবনে, মৌজা - গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং আরএস এবং এলআর ২০৪৩, খতিয়ান নং আরএস ১১২০ এলআর ৫০৩৮, এরিয়া পরিমাণ ১৯.০৩ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি-ভিটা, এবং প্লট নং আরএস এবং এলআর ২০৮৩, খতিয়ান নং আরএস ৫১৫ এলআর ৫০৩৮, এরিয়া পরিমাণ ২.৪৪ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি -ভিটা, হোল্ডিং নং ২৩, মহারাজা শিরিশ চন্দ্র রোড, ওয়ার্ড নং ১২, বহরমপুর পুরসভা অধীন, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১৪৬৩-২০১৬ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, সদর জেলা মুর্শিদাবাদ। **মালিক : ১) নাসিমা খাতুন,** স্বামী মহ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম- রাইপুর, পো -নতুনপাড়া, থানা-হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **২) মহ জাহাঙ্গীর আলম,** পিতা প্রয়াত মহ ইয়াসিন, গ্রাম-খরগ্রাম, পো-তালসুর, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১২৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৫/৪, পশ্চিমে : লিফট সমন্বিত।	ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ০৮.১২.২০২৩ গ) ১০,৮৭,৭৯৭.২৮ টাকা (দশ লাখ সাতাশি হাজার সাতশ সাতানব্বই টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৩ **পর্যন্ত** সুদ এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শাখার ঠিকানা : ২/১ রাসেল স্ট্রিট, কাঙ্কারিয়া সেন্টার, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১২.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,০৯,৫৭,৬০০.০০ টাকা ২০.০৬.২০২০** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স মজুমদার ফিড সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গুরুদাস মজুমদার এবং রীতা মজুমদার,** গ্রাম সুভাষ পল্লী, পো. কুলিয়াগড়, থানা - নৈহাটি (বর্তমানে শিবদাসপুর), উত্তর ২৪ পরগনা এবং ফ্ল্যাট ভারত তীর্থ, আনন্দপুরী 'ডি' রোড, পো. নোনা চন্দন পুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২২, কাছ থেকে আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য **২৬,১৮,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৬১,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০২.৯০ শতক বা ১২৬২ বর্গফুট প্লট-এ, কমবেশি, এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন পরিমাণ এরিয়া ৮৬১ বর্গফুট একতলায় এবং ১৪৯৭ বর্গফুট ২য় তলে, (যেখানে যেমন আছে এবং যেখানে যা আছে ভিত্তিতে) অবস্থিত মৌজা- মামুদপুর, জেএল নং ০৯, আরএস ৭০, তৌজি নং ১১৯৩, খতিয়ান নং ১৩০৭, ২৪৪, এলআর -২২৫৪, হাল এলআর খতিয়ান নং -৪৫৬১, আরএস দাগ নং ৪১৩৬/৪২৫৯ এবং এলআর দাগ নং ৪৪৯৯ মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ৩৪৪০/১৭-১৮, থানা- নৈহাটি (বর্তমানে শিবদাসপুর), এডিএসআর -নৈহাটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। দান দলিল নং ১৪৫৯ তারিখ ১৯.০২.২০১৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৪, পৃষ্ঠা ৩৭০৮ থেকে ৩৭১৮, এডিএসআর-নৈহাটি অফিসে, শ্রী গুরুদাস মজুমদার এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

সম্পত্তির আইডি : SBIN77741724882

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.১২.২০২৩ | SARB FILE NO. 19272/PR যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭২০৪৫৬ | দখলের ধরন : স্বত্ত দখলীকৃত

SCAN QR CODE

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৯.১২.২০২৩ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (punjab national bank) — [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) নিউ আলিপুর শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী অনিল কুমার ২. শ্রীমতি বিন্দু দেবী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত তৌজি নং ৩৪৩, আরএসনং ৪৮, দাগ নং ৬৩, খতিয়ান নং ১৬৫, জেএল নং ৪৮, মৌজা- কিসমতনাঙ্গি, থানা-মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে প্লট নং বি-৫ জমি, পূর্বে : প্লট নং বি-৬ জমি, দক্ষিণে : ৯ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ৩ ফুট চওড়া সাধারণ নিকাশি, পশ্চিমে : ৯ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ৩ ফুট চওড়া সাধারণ নিকাশি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : ১) শ্রী অনিল কুমার রাম, ২) বিন্দু দেবী।**	ক) ৩১.০৫.২০২৩ খ) ০৬.১২.২০২৩ গ) ১৭,৯৬,৩৪০.০০ টাকা (সতের লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) ব্রড স্ট্রিট শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কৃষ্ণ কালী স্বত্বা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি কৃষ্ণা চক্রবর্তী	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ অবিভক্ত ৪/৫ অংশ এবং ভাগ এবং স্বত্ব অধিকার এবং স্বার্থ ভেন্ডারের অনুকূলে স্বয়ংস্বম্পূর্ণ ফ্ল্যাট দ্বিতীয় তলে দোতলা বসবাসের ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ১০৭৮ বর্গফুট এবং অবিক্রীত অংশ উক্ত প্রেমিসেসে ভেন্ডারের নামে উক্ত প্রেমিসেস জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সিঁড়ি, লবি, ছাদ, পৃথক প্রবেশ পথ, চলার পথ, সকলের জন্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩, ওল্ড বালিগঞ্জ, সেকেন্ড লেন, থানা- কড়েয়া, ওয়ার্ড নং ৬৫, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, খাস মহল এস্টেট নং ১২৯৮, ডিভিশন ৫, সাব ডিভিশন -এইচ, হোল্ডিং নং ২২১ পূর্বতন নং ৪৮, সাব রেজিস্ট্রি শিয়ালদহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : এইচ পি নং ২৪, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা, পশ্চিমে : এইচ পি নং ২২ এবং ২৫, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি কৃষ্ণা চক্রবর্তী,** পিতা প্রয়াত ননী গোপাল বণিক।	ক) ০৮.০৯.২০২৩ খ) ০৫.১২.২০২৩ গ) ১৫,৮৪,৩৭২.৭২ টাকা (পনের লাখ চুরাশি হাজার তিনশো বাহাত্তর টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩.	ক) পর্ণশ্রী পল্লি শাখা খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ট্রেড লিংক স্বত্বা: শ্রীমতি সান্ত্বনা চক্রবর্তী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ০৩, অবস্থিত "শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট" ৩য়তল, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট পশ্চিম দিকে জি(৩) তলা ভবনে পরিমাণ ১ (এক) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক ২১ (একুশ) বর্গফুট কমবেশি বাস্তু জমি ই/পি নং ৬০, আরএস নং ২০২১(অংশ), মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, ওয়ার্ড নং ১২৪, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী নিরঞ্জন দত্তর ভবন,পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী মুন্না সুতার এর ভবন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী।**	ক) ০৩.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১২.২০২৩ গ) ৩৯,৫২,০৭২.২১ টাকা (উনচল্লিশ লাখ বাহান্ন হাজার বাহাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৯.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১০০ দিনের টাকার দাবিতে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ মালদার তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১০০ দিনের বকেয়া টাকা ফেরতের দাবিতে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কালো পোশাক পরে অভিনব প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করল মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এমনকী দলের মহিলা সংগঠনের নেত্রীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থালা-বাটি বাজিয়ে কেন্দ্র সরকারের এই গরিব প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার বঞ্চনার প্রতিবাদ জানান। শুক্রবার বিকালে ইংরেজবাজার শহরের জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি মিছিল করার পাশাপাশি ফোয়ারা মোড়ে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এরপরে সন্ধ্যায় রথবাড়ি মোড়ে আরো একটা প্রতিবাদ সভা করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলা সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, জেলা তৃণমূলের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিন পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে রথবাড়ি মোড়ে শেষ হয়। সেখানে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরোধিতায় একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই মিছিলে কালো পোশাক পরেই মূলত জেলা নেতৃত্ব অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও ডালি, কোদাল হাতে নিয়ে ১০০ দিন অন্ধের অনেক জব কার্ডধারীরাও এদিনের মিছিলে অংশ নেন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, গত আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে লক্ষ লক্ষ জব কার্ডধারীর পরিশ্রমের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের পাশাপাশি আবাস যোজনা টাকাও পাচ্ছে না গরিব মানুষেরা। ইতিমধ্যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি নেতৃত্বে দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে। সামনে লোকসভা নির্বাচন। দিল্লি থেকে মানুষ এবার বিজেপি সরকারকে পদচ্যুত করবে।

তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি তথা কাউন্সিলর বাবলা সরকার বলেন, জেলায় জেলায় এনিয়ে প্রতিবাদ সভা চলছে। তারপরও ঘুম ভাঙেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের, তৃণমূল এর শেষ দেখে ছাড়বে। অবিলম্বে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পে গরিব মানুষের পারিশ্রমিক যাতে মিটিয়ে দেওয়া হয়, তার জন্যই এদিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়েছে।

আলু বীজের কালো বাজারি রুখতে চাষিদের পাশে গোঘাট ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগের গোঘাটে আলু বীজের ব্যাপক কালোবাজারির ঘটনায় তোলপাড় চাষি মহলে। গোঘাটের কামারপুকুরে আলু বীজের দাম রাতারাতি বেড়ে যাওয়ার কারণে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক কৃষক। তাদের দাবি, দু'দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় এমনতেই চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জমির ধান নষ্ট হয়েছে। আলু জমিতে জল জমে গিয়েছে। জল জমে যাওয়ায় আলু বসানোর কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে আলু ফলন কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই সুযোগে একদল অসাধু ব্যবসায়ী আলু বীজের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। আলু বীজের দাম ১২০০ টাকা থেকে লাফিয়ে ২২০০ থেকে ২৩০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

চাষিদের অভিযোগ এত বেশি দামে আলু বীজ কিনে কিভাবে চাষ করা যাবে। চাষের খরচ বহু বেড়ে যাবে। লাভের জায়গায় ক্ষতি হবে। এদিন গোঘাটের কামারপুকুরের আলু চাষিরা আলু বীজের দোকানে বিক্ষোভ দেখার পাশাপাশি আলু বীজের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। জানা গেছে, রামু সাহা নামে এক অসাধু ব্যবসাদার এই বেশি দামে আলু বীজ বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে তবে আলু চাষিদের পাশে দাঁড়াতে ঘটনাস্থলে যান গোঘাট দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম এবং তারের আশ্বাস দেন অবিলম্বে এই কালোবাজারি বন্ধ করা হবে।

কাঁকসার তৃণমূল নেতা ১০০ দিনের টাকা পেতেই রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে কাঁকসার মলানদিঘির বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতিমতো টাকা পেতেই, তা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

যার বিশাল অট্টালিকা। বাড়ির সঙ্গেই একটি দোকান রয়েছে। যাঁর স্ত্রী বর্তমানে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, এক ভাই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কর্মরত আর এক ভাই রাজ্য পুলিশে চাকরি করেন, যার প্রচুর জমিজমা রয়েছে সেই তৃণমূল নেতা কী করে দরিদ্র ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক হলেন, সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী।

অন্যদিকে বিজেপির দাবি কয়লা পাচার ও গোরু পাচারের টাকা অনুদানের মাধ্যমে নগদ হিসেবে পাঠাচ্ছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বড়লোক ১০০ দিনের শ্রমিকদের হাতে। এই ভাবেই অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কালো টাকা সাদা করছেন। এদিকে ১০০ দিনের কাজের নিয়মে গরিব, বড়লোক বলে কোনও নিয়ম নেই। যে কেউ ১০০ দিনের কাজ করতে পাবেন বলে সাফাই কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্যের।

পাকা ব্রিজের দাবিতে পথ অবরোধ আরামবাগের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাকা ব্রিজের দাবিতে পথ অবরোধ চাষিদের। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের ভাতারহাটি এলাকায়। অভিযোগ একটি বাঁশের সাঁকো দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। জমি থেকে ধান তোলার মরসুমে সাঁকোটি বেহাল থাকায় সমস্যায় পড়ে কয়েক হাজার চাষি তাদের পরিবার, প্রত্যেক বছর বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায় আবার তৈরি করা হয়। আবার সাঁকো ভেঙে যায়। এই ভাবে চলতে থাকে। এই জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমস্যায় পড়েন এলাকার মানুষ-সহ কয়েক হাজার মানুষ। জানা গেছে, ভাতারহাটি গ্রামের মাঝখান দিয়ে গেছে রাম মোহন খাল। এই খালের উপর ছিল বাঁশের সেতু। সেটি ভেঙে যায়। ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধান তোলা ও আলু বসানোর জন্য জমিতে যেতে হয়। অথচ সেতু ভাঙা। তার উপর খালেও প্রচুর জল। গভীরতাও অনেক। ফলে মাঠের ফসল মাঠেই পড়ে। আনা যাচ্ছে না ফসল। তাই পাকার ব্রিজের দাবিতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবণিতা এক যোগে পথ অবরোধ করে। এই পথ অবরোধ হয় আরামবাগের চুনাইট এলাকায় মায়াপুর গড়েরঘাট রুটে। অবরোধের জেরে যান জটের সৃষ্টি হয়। এদিকে দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে এই রুটে যান চলাচল থেমে যায়। এমনকী, বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়ে আরান্ডী এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুক্তি ইকবাল বলেন, গ্রামবাসীর দাবি অযৌক্তিক নয়। বাঁশের সাঁকোটি একেবারেই ভেঙে গেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে পাকার সেতু করা সম্ভব নয়। ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা গ্রামবাসীকে বোঝান। এরপরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

পাচারের আগে উদ্ধার ৩ নাবালিকা ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: পাচারের আগেই উদ্ধার তিন নাবালিকা। নাবালিকা মেয়ে পাচারের ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, তেরো বছরের তিনটি মেয়েকে পাচারের আগে উদ্ধার করল অশোকনগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার অশোকনগর থানার গুমা এলাকার তিন নাবালিকা পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় তিন জন নাবালিকা মেয়ে একই এলাকার পাওয়া যাচ্ছে না। মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকারা। পরবর্তীতে সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত নামে অশোকনগর থানার পুলিশ। এক ছাত্রী তার বাবার মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে পুলিশের উদ্ধার করতে কিছুটা সহজ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে শেষ লোকেশন দেখা যাচ্ছে কলকাতার হরিদেবপুর থানা এলাকার ঠাকুরপুকুর এলাকায়। সেই মতো অশোকনগর থানার একটি দল রওনা দেয় কলকাতার উদ্দেশ্যে। তিন নাবালিকাকে উদ্ধার করে অশোকনগর থানা। যে বাড়িতে রাখা হয়েছিল সেই বাড়ির মালিক পলাতক জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, গুমা এলাকার একটি মেয়ে এই তিন নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল নাচের দলে কাজে লাগানোর জন্য। উদ্ধার হওয়া তিন নাবালিকা সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া।

খানাকুলে আত্মহত্যা চাষির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চাষে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এক চাষি মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করলেন বলে দাবি ঘটনা খানাকুলের ঘোষপুর অঞ্চলের পিলখাঁ এলাকার। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই চাষির নাম তরুণ পালুই (৩৭)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণবাবু প্রায় ৮ বিঘা জমির ধান চাষ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাতেই এই আত্মহত্যা করেন তিনি। সরকারি ভাবে ঋণ না নিলেও ব্যক্তিগত ভাবে প্রচুর দেনা করেই চাষ করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি দুধেরও ব্যবসা করতেন। তাতেও লোকসান। মাঠ থেকে ধান তোলার জন্য জনমজুরও পাননি। বেশ কয়েকদিন ধরেই হতাশায় ভুগছিলেন তিনি। আর এই নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও মনোমালিন্য ও ঝগড়া হয়।

কেশপুরে রাস্তার বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কেশপুর ব্লকের কানাশোল থেকে শিরীষবনি যাওয়ার দীর্ঘ ৪ কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় এলাকার বাসিন্দারা চরম সমস্যায় পড়েছে। পাঁচ কিলোমিটার এই রাস্তাটির মোরাম সম্পূর্ণ উঠে গিয়েছে বলে দাবি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।

টোটো চালক দেবু রানার দাবি, 'এটাই আমাদের মূল রাস্তা। এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বড় বড় গর্ত হয়ে যাওয়ায় যে কোনও সময় টোটো উলটে যেতে পারে।' শিরীষবনি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ আড়িও ও পারুল আড়ির দাবি, সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কিংবা বাজার যেতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভীষণ অসুবিধায় পড়ে স্কুল কলেজ পড়ুয়ারা। গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভয়াবহ সমস্যায় পড়তে হয়। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রঙ্গলাল বটব্যালের দাবি, দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাস্তাটি এইভাবে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই সরকার রাস্তাটিতে এক গাড়ি মোরাম পর্যন্তও দেয়নি। বাম আমলের দেওয়া মোরাম উঠে মাটি বেরিয়ে গিয়েছে।

অঞ্চল প্রধান উৎপল অধিকারী জানিয়েছেন, 'রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে দেখেছি। তবে এগুলো তো অনেক বড় রাস্তা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভব নয়। আমি সবে নতুন এসেছি। জেলা পরিষদে বিষয়টা জানিয়েছি, ওনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন শীঘ্রই রাস্তাটি মেরামত করা হবে।'

মার ও অপহরণের অভিযোগে ধৃত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সহ দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বেলপাহাড়িতে নির্মাণ সহায়ককে মারধর ও অপহরণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল কংগ্রেসের ভুলাভেদা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিখিল সিং সহ দুই। তাঁদের শনিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, ভুলাভেদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক সুজিত ধল বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়ার পর যখন অফিস চত্বরে বেরিয়েছিলেন তখন হঠাৎ করেই চারজন ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করেন। মারতে মারতে তাঁকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মারুতি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় নির্মাণ সহায়কের চিৎকারে বিডিও সহ বাকি লোক গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে বেগতিক দেখে ওই অঞ্চল সভাপতি সহ বাকি তিনজন পালিয়ে যান। তবে হাতাহাতির সময় ওই অঞ্চল সভাপতির মুখের ঢাকা গামছা সরে গেলে তাঁকে চিনে ফেলেন নির্মাণ সহায়ক। এরপরে পুলিশ ওই চালককে গ্রেপ্তার করে এবং কে গাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তা জেনে সে অনুযায়ী এফআইআর করে অপহরণ ও মারধরের। রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই অঞ্চল সভাপতিকে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অঞ্চল সভাপতি কোর্টে দাবি করেন, কোনও কিছু না জানিয়েই নিজের খুশিমতো বারবার এলাকার উন্নয়নের কাজের টেন্ডার ওপেন করে নিচ্ছিললেনএই নির্মাণ সহায়ক। প্রধান কম শিক্ষিত হওয়ার সুযোগে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে ধাক্কাধাক্কি হয়। তাঁকে পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেটাকেই অপহরণ বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো জানান, তৃণমূল বাংলার লজ্জা। এরা কাটমানি ছাড়া কিছুই বোঝে না।

শ্যুট আউটে মৃত ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর ও হুমকির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া শ্যুট আউটের ঘটনায় অভিযুক্তের দোকান ঘর ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য। পাল্টা মৃতের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর ও হুমকির অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকাই এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকা জুড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গত ৩ ডিসেম্বর স্থানীয় একটি খাস জমিতে স্থানীয় ক্লাবের একটি বোর্ড লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসা বাঁধে সুলেমান হক ও লালুয়া শেখের মধ্যে। সেই বচসার জেরে সেই দিনই রাতে লালুয়া শেখকে তার নিজের দোকানে ঢুকে গুলি করে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। তাকে তড়িঘড়ি রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত সুলেমান হককে গ্রেপ্তার করে। যদিও এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

শুক্রবার হঠাৎই স্থানীয় মানুষজনেরা খুনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ধৃত সুলেমান হকের একটি দোকান ঘর ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে থমথমে রয়েছে গোটা এলাকা। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

হাসপাতালের কিউআর কোড হ্যাকিংয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: অভিনব পদ্ধতিতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ টাকা গায়েব। এবার নতুন ধরনের প্রতারণার শিকার হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ, কোনও ওটিপি বা ফোন, ম্যাসেজ, লেনদেন ছাড়াই দশ মিনিটের মধ্যে দুটো অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিল হ্যাকাররা।

জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার ব্যবসায়ী শশাঙ্ক সামন্ত কলকাতার ফুলবাগানের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিজের হোল বডি চেকআপ করার জন্য অনলাইনে কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা পেমেন্ট করেন, তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যেই মেছেদা স্টেট ব্যাংক ও কোলাঘাটের ইউকো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। তবে টাকা লেনদেনের কোনও ওটিপি ফোনে আসেনি।

শুধু তার দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার এসএমএস আসে ফোনে। যে অ্যাকাউন্টে টাকা ক্রেডিট হয়েছে, সেই অ্যাকাউন্টগুলি দিল্লি, মুম্বই, রাজস্থানের। ব্যবসায়ী শশাঙ্ক সামন্ত সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং দু'টি ব্যাংকের ম্যানেজারকেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ব্যাংক জালিয়াতির শিকার খোদ উলুবেড়িয়া পুরসভা !

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: এবার ব্যাংক জালিয়াতির শিকার খোদ উলুবেড়িয়া পুরসভা! সূত্রের খবর, উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৫টি চেক জাল করার পাশাপাশি আধিকারিকদের সই জাল করে ১৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উলুবেড়িয়া পুরসভায়। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উলুবেড়িয়া পুরসভার চেক জালিয়াতি করে টাকা তোলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। টাকা গায়েব হওয়ার ঘটনায় পুরসভার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পাশাপাশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে উলুবেড়িয়া থানাতেও। তবে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের টাকা চেক জালিয়াতি করে কী ভাবে তুলে নিচ্ছে প্রতারকরা, তা নিয়েই উঠছে নানা প্রশ্ন। আর চেক জালিয়াতি করে টাকা গায়েব হওয়া প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, 'আমরা সমস্ত রকম আইনি পদক্ষেপ করেছি। এখন দেখা যাক কী হয়।' এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে উলুবেড়িয়া জুড়ে।

তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: তৃণমূলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল কাঁথি শহরে বীরেন্দ্র স্মৃতিসৌধে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে মজবুত করতে এই বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, চেয়ারম্যান তরুণ কুমার মাইতি, রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক প্রমুখ।

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT, DIST.- PURBABURDWAN

For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT 31 D.M/ENGG Date-07/12/2023, E-NIT 32 D.M/ENGG Date-07/12/2023. For Details Visit: http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in. Office ph no 7478003045.

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

NIT-12/23-24, Date - 08.12.2023

E-Tenders are invited for supply of 2637 books on various subjects to Plassey College, Nadia. For details visit www.plasseycollege.ac.in

E-TENDER NOTICE
LABPUR DEVELOPMENT BLOCK
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 04/BDO/2023-24

E-Tenders are invited for 2 nos work. Bid sybmission start- **08-12-2023, Ends- 22-12-2023**
For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block
Labpur, Birbhum

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909, Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-12/2023-24 dated 07.12.23** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 30.12.2023.**

Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

OFFICE OF THE PRODHAN
LAXMIJOLA GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAGHUNATHGANJ-II DEVELOPMENT BLOCK)
Vill.+P.O.: KULGACHI, P.S :- Raghunathganj
Dist. :- Murshidabad.

TENDER NOTICE

Percentage rate E-Tender invited
1:- NIT No. 8/15th FC (Tied) / LGP/ 2023-2024 Dt.29/11/2023 & Memo No:- 1458(05)/15th FC (Tied)/ LGP/ 2023-2024 Dt. 29/11/2023. Last Date & Time of submission Bids. **12.12.2023, 15:00.**
These NIT add in Bengali & English news paper.
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Laxmijola Gram Panchayat.

Sd/- Prodhan
Laxmijola Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৪৬-২০২৩-এনআইটি, তারিখ ০৬.১২.২০২৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৪৬-২০২৩। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন-২), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে বর্তমান হাওড়া—নয়াদিল্লি রুটে ট্রেনের গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিমি বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজে ফুট ওভারব্রিজ/রোড ওভারব্রিজ-এ ফিডার মাস্ট এবং প্রোটেকটিভ স্ক্রিনে পাইল ফাউন্ডেশন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭,১৮,৩৯,২৭৫.৬২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫,০৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.১২.২০২৩-এ বেলা ১২টা। উপরিল্লিখিত তারিখ ও সময়ে টেন্ডার বন্ধের তারিখে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং বিড জমা করা যাবে। সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার এবং উপরোক্তমতো সমস্ত নথিপত্র সহ এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোন ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন-২/হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১**-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-83/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com

E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় SEGREGATION SHED নির্মান কাজের জন্য (SBM(G) হইতে) যে দর-পত্রটি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/SBM(G)/ SEGREGATION SHED/E-NIT-08/2023-24। Date-07/12/2023। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন।

প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

সিঙ্গল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএস-টিপিকেআর-সিএএমসি-৩পিএইচএএসই-ইএমইউ, তারিখ ০৮.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/ ইএমইউ কারশেড, টিকিয়াপাড়া, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ১টা পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে এবং দুপুর ১টায় খোলা হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ২ বছর সময়সীমায় ওইএম অর্থাৎ মেসার্স মেধা সার্ভো ড্রাইভস প্রাঃ লিমিটেড, হায়দরাবাদ-এর সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল মাল্টিপ্‌ল ইউনিট (ইএমইউ)-এর জন্য আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩ ফেজ প্রোপালশন সিস্টেমের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৫,০৯,৫১,৬১৩ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৯,০৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ৩০.১২.২০২৩-এ দুপুর ১টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ৩০.১২.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনীর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-895)**

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে সংরক্ষিত ক্যাটেগরি-তে ২৫টি বিশেষ মাইনর ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) বরাদ্দের জন্য ই-নিলাম

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিশন, ৩য় তলা, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে বিশেষ মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য মডুলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা চালানোর লাইসেন্স প্রদানে জন্য ই-নিলাম। স্থানের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে। লটগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ **ক্রম. নং, এসইকিউ. নং., লট নং, স্টেশন ও কাদের জন্য সংরক্ষিত** যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ **(১) এএ/১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-এসএমইউ-১-২২-১, বেলঘরিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন (i) মুসলমান, (ii) খ্রিস্টান, (iii) শিখ, (iv) বৌদ্ধ, (v) জরথুস্ট্রিয়ান (পার্সি) এবং (vi) জৈন-দের জন্য সংরক্ষিত। **(২) এএ/২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-এসএমইউ-২-২২-১, বেলঘরিয়া, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(৩) এএ/৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এজিপি-এসএমইউ-৩-২২-১, আগরপাড়া, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(৪) এএ/৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এজিপি-এসএমইউ-৪-২২-১, আগরপাড়া, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(৫) এএ/৫,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসইপি-এসএমইউ-৫-২২-১, সোদপুর, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(৬) এএ/৬,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসইপি-এসএমইউ-৬-২২-১, সোদপুর, সংখ্যালঘু (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট্রিয়ান (পার্সি)/জৈন) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(৭) এএ/৭,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেডিএইচ-এসএমইউ-৭-২২-১, খড়দহ, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(৮) এএ/৮,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেডিএইচ-এসএমইউ-৮-২২-১, খড়দহ, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(৯) এএ/৯,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিজিএইচ-এসএমইউ-৯-২২-১, টিটাগড়, তফসিলি জাতি (এসসি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(১০) এএ/১০,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-পিটিএফ-এসএমইউ-১০-২২-১, পলতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী/যুদ্ধে নিহত সেনার বিধবা পত্নী ও রেলওয়ে কর্মচারীর বিধবা পত্নী, যাদের জমি রেলওয়ের নিজস্ব প্রয়োজনে দখল করার জন্য স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১১) এএ/১১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-আইপি-এসএমইউ-২১-২২-১, ইছাপুর, স্বাধীনতা সংগ্রামী/যুদ্ধে নিহত সেনার বিধবা পত্নী ও রেলওয়ে কর্মচারীর বিধবা পত্নী, যাদের জমি রেলওয়ের নিজস্ব প্রয়োজনে দখল করার জন্য স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১২) এএ/১২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসএনআর-এসএমইউ-১২-২২-১, শ্যামনগর, দারিদ্রসীমার নিচের বসবাসকারী (বিপিএল)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(১৩) এএ/১৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-এসএমইউ-১৩-২২-১, জগদ্দল, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-এর অন্তর্গত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৪) এএ/১৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-এসএমইউ-১৪-২২-১, জগদ্দল, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(১৫) এএ/১৫,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-এসএমইউ-১৫-২২-১, জগদ্দল, দারিদ্রসীমার নিচের বসবাসকারী (বিপিএল)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(১৬) এএ/১৬,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএনআর-এসএমইউ-১৬-২২-১, কাঁকিনাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামী/যুদ্ধে নিহত সেনার বিধবা পত্নী ও রেলওয়ে কর্মচারীর বিধবা পত্নী, যাদের জমি রেলওয়ের নিজস্ব প্রয়োজনে দখল করার জন্য স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত হয়েছে এমন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৭) এএ/১৭,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএনআর-এসএমইউ-১৭-২২-১, কাঁকিনাড়া, সংখ্যালঘু (মুসলমান/খ্রিস্টান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ট্রিয়ান (পার্সি)/জৈন) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(১৮) এএ/১৮,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএনআর-এসএমইউ-১৮-২২-১, কাঁকিনাড়া, তফসিলি জাতি (এসসি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(১৯) এএ/১৯,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএনআর-এসএমইউ-১৯-২২-১, কাঁকিনাড়া, তফসিলি উপজাতি (এসটি)-দের জন্য সংরক্ষিত। **(২০) এএ/২০,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এইচএলআর-এসএমইউ-৮৪-২৩-১, হালিশহর, শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধী/দিব্যাং-দের জন্য সংরক্ষিত। **(২১) এএ/২১,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-এসএমইউ-২৪-২২-১, কল্যাণী, স্বাধীনতা সংগ্রামী/যুদ্ধে নিহত সেনার বিধবা পত্নী ও রেলওয়ে কর্মচারীর বিধবা পত্নী, যাদের জমি রেলওয়ের নিজস্ব প্রয়োজনে দখল করার জন্য স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২২) এএ/২২,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই-এসএমইউ-২৫-২২-১, কল্যাণী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) অন্তর্গত তাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২৩) এএ/২৩,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএলওয়াইএস-এসএমইউ-২৬-২২-১, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল, দারিদ্রসীমার নিচের বসবাসকারী (বিপিএল) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২৪) এএ/২৪,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেএলওয়াইজি-এসএমইউ-২৮-২২-১, কল্যাণী ঘোষপাড়া, তফসিলি জাতি (এসসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **(২৫) এএ/২৫,** সিএটিজি-এসডিএএইচ-এমপিজে-এসএমইউ-২৯-২২-১, মদনপুর, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) অন্তর্গত মহিলদের জন্য সংরক্ষিত। **স্থান ঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী (ক্রম. নং. ১ থেকে ২৫ প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি ঃ** ৫ % (ক্রম. নং. ১ থেকে ২৫ প্রতিটির জন্য)। **ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১২.২০২৩ বেলা ১২ টা। SDAH-278/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
N.I.E.T. No. 288/PW/Eng/23 Dt. 07.12.2023
N.I.E.T. No. 289/PW/Eng/23 Dt. 07.12.2023
N.I.E.T. No. 290/PW/Eng/23 Dt. 07.12.2023
Memo No. 1547/PW/Eng/23 Dated 07.12.2023
Memo No. 1548/PW/Eng/23 Dated 07.12.2023
Memo No. 1549/PW/Eng/23 Dated 07.12.2023

Application date 12.12.23 to 20.12.23 up to 2 P.M. Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman

NOTICE INVITING E-TENDER

e-NIT No.: 09/BON-1/2023-24, Date: 08/12/2023, under 5th SFC (Tied), 3 nos. of works (Mathnala, Drain and Culvert) is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **19/12/2023 up to 04:30 PM.** For more details please contact at GP office or may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality from bonafide outsiders for –

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost (Approx)
1	Const. of Library	13.93 Lakh
2	Const. of Library	13.93 Lakh
3	Const. of Library	13.93 Lakh
4	Const. of Additional Class Room	11.04 Lakh
5	Const. of Additional Class Room	11.04 Lakh
6	Const. of Girls Toilet	2.64 Lakh
7	Const. of 2 (Two) nos. Girls Toilet	5.29 Lakh
8	Const. of Boys Toilet	2.62 Lakh
9	Const. of Boys Toilet	2.62 Lakh
10	Const. of Community Hall	14.98 Lakh
11	Const. of Community Hall	14.98 Lakh

Ref. of Tender: **WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-16/2023-24**
Last date for submission of tender on **26.12.2023 at 2:00 PM.**
For details visit : www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

১ মাসের মধ্যে ইস্তফা দেওয়া বিজেপি সাংসদদের ছাড়তে হবে সরকারি বাংলো

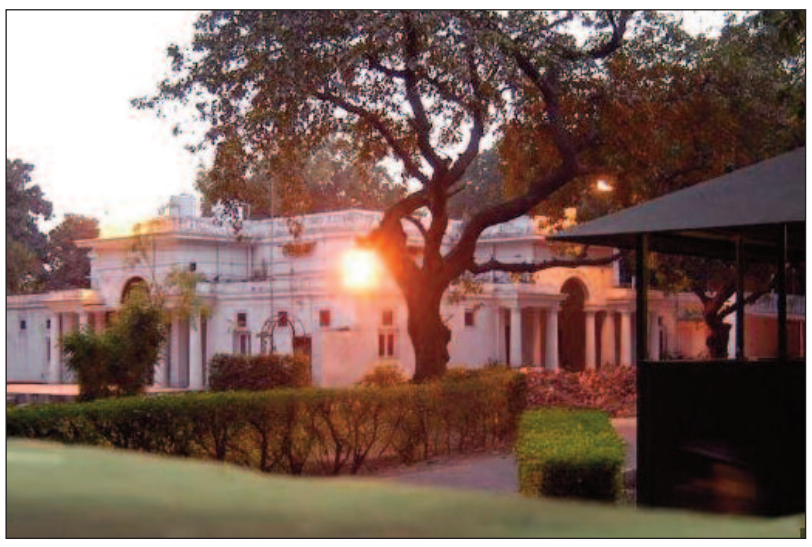

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: মাত্র এক মাস সময়। এর মধ্যে সরকারি বাংলো ছাড়তে হবে বিজেপি সাংসদদের। এমনটাই নোটিস ধরানো হল ১০ সাংসদকে। সূত্রের খবর, সম্প্রতিই তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে যে ১০ সাংসদ বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন, তারা চলতি সপ্তাহেই সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এবার তাঁদেরই সরকারি বাংলো ছাড়তে বলা হল। এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে বাংলো ফাঁকা করার জন্য।

চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার, প্রহ্লাদ প্যাটেল-সহ বিজেপির ৯ সাংসদের ইস্তফা গ্রহণ করেন। লোকসভা থেকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও ইস্তফা দিয়েছেন মধ্য প্রদেশের সাংসদ রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ সিং, রীতি পাঠক। রাজস্থানের সাংসদ দিয়া কুমারী ও রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরও ইস্তফা দিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের সাংসদ গোমতী সাই ও অরুণ সাও-ও লোকসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কিরোরি লাল মীনা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কৃষি মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন অর্জুন মুণ্ডাকে। আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রীর হাতেই এবার কৃষি মন্ত্রকও থাকবে। কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরকে জলশক্তি মন্ত্রকেরও প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। কৃষি প্রতিমন্ত্রী শোভা করইণদালজেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়াকে আদিবাসী মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে অপরিবর্তিতই থাকছে আরবিআই রেপো রেট

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: চলতি অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকেও রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাংক। শুক্রবার মানিটারি কমিটির বৈঠক শেষে রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়েছে, আগের মতো রেপো রেট ৬.৫০ শতাংশই রাখা হচ্ছে। এর ফলে বছর শেষে সম্ভবত আর বাড়ছে না বাড়ি-গাড়ির ইএমআই। একই সঙ্গে শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর।

গতবছর রেপো রেট লাগাতার বাড়ার ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ী থেকে ঋণগ্রহীতা সাধারণ মানুষ, সকলকেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানতে গিয়ে সেই সাধারণ মানুষের উপরেই আর্থিক চাপ বাড়ছিল। বাড়ি, গাড়ির ঋণের উপরে সুদের হারও টানা বাড়ছিল। চলতি বছর অবশ্য সেটা থেকে খানিকটা বিরাম মিলেছে।

মনে করা হচ্ছে, গত ত্রৈমাসিকের পর ভারতীয় অর্থনীতিতে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত ছিলই। ব্যাংকগুলি এবং ঋণগ্রহীতাদের কথা ভেবেই রেপো রেট আপাতত অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। এই নিয়ে টানা পাঁচ ত্রৈমাসিকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হল।

উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে গত বছর কয়েক দফায় বিপুল হারে রেপো রেট বাড়িয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে রেপো রেট। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে একবারও রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। সেই ধারাই বজায় রাখা হল শুক্রবার।

এখনও জলমগ্ন চেন্নাইয়ের বহু এলাকা

সঙ্কট বাড়ছে পানীয় জলের

চেন্নাই, ৮ ডিসেম্বর: এখনও বহু এলাকা জলমগ্ন। ত্রাণ পৌঁছচ্ছে না অনেক জায়গাতেই। খাবার, পানীয় জল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্কট ক্রমশ বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতেই আবার নতুন করে বৃষ্টির আশঙ্কায় আতঙ্ক বাড়ছে চেন্নাইয়ে।

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম চলে গিয়েছে তিন দিন হল। কিন্তু তার জেরে তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চল এবং চেন্নাইয়ে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বহু এলাকায়। অনেক জায়গা জলের এখনও নীচে। এই দুর্যোগে ইতিমধ্যেই ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কোনও কোনও এলাকায় জল নামলেও বেশির ভাগ এলাকাই এখনও জলমগ্ন। তার মধ্যে বেশ কিছু বাড়ি থেকে দেহও উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে এক জনের দেহ উদ্ধার করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন কেরলে এবং তিন তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকল এবং লক্ষদ্বীপে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। নীলগিরি অঞ্চল এবং কোয়েম্বাতুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়াও ভারী বৃষ্টি হতে পারে তিরুপুর, দিন্দিগুল, থেনি, বিরুধুনগর, শিবগঙ্গা, পুদুকোট্টাই, তাঞ্জাভুরেও। শুক্রবারের পর শনিবার তামিলনাড়ু এবং কেরলে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ফলে আরও বৃষ্টির আশঙ্কায় ত্রস্ত চেন্নাইবাসী।

চেন্নাইয়ের পিল্লিকারানাই, থোরাইপক্কম, পেরুমবক্কম এবং ভেলাচেরির বহু এলাকা এখনও জলের তলায়। বৃহস্পতিবার ৭০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরানো হলেও এখনও বহু বাসিন্দা জলবন্দি। তাঁদের দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন। জমা জল না নামায় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এখনও স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। টানা পাঁচ দিন ধরে বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি।

মোদিকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না: পুতিন

মস্কো, ৮ ডিসেম্বর: ওঁকে ভয় দেখানো যায় না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জোরও করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করলেন ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর মতে, ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মোদিকে জোর করা যায় না। সেই সঙ্গে মোদিকে 'গ্যারান্টর' বলেও অভিহিত করেন রুশ প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে পশ্চিমি দুনিয়ার প্রবল চাপ সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি ভারত।

বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রুশ রাষ্ট্রপ্রধান। সেখানেই পুতিন বলেন, 'আমি ভাবতেই পারি না মোদিকে ভয় দেখানো হচ্ছে বা কোনও কাজ করতে জোর করা হচ্ছে। ভারত বা ভারতীয়দের স্বার্থের বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত নিতে জোর করা যায় না মোদিকে। মাঝে মাঝে তো অবাক হয়ে যাই, ভারতের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এতখানি দৃঢ় অবস্থান কী করে বজায় রাখেন মোদি।' উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে একাধিকবার পুতিনের মুখে মোদির স্তুতি শোনা যায়।

শুধু ভারতের স্বার্থ রক্ষা নয়, ইন্দো-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও মোদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন পুতিন। তাঁর মতে, 'সবদিক থেকেই দারুণ উন্নতি করছে ভারত ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। আর এই সাফল্যের মূল গ্যারান্টর হলেন মোদি। তাঁর নীতির ফলেই এই অগ্রগতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কয়েকজন সমমনস্ক নেতার নাম আমি সবসময়ে উল্লেখ করি তার মধ্যে অন্যতম হলেন মোদি।' ভারত ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কে ব্যাপক উন্নতির কথাও উঠে আসে পুতিনের মুখে।

উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই রুশ তেল কেনার উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল পশ্চিমি দুনিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে বেশ কম দামে অশোধিত তেল বিক্রি করতে শুরু করে রুশ কোম্পানিগুলো। সেই সময়েই রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে তেল আমদানি করে ভারত। আমেরিকা-সহ নানা দেশের আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে তেল কিনতে শুরু করে ভারতীয় সংস্থাগুলো। ফুলে ফেঁপে উঠেছে ভারত-রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

দেশ জুড়ে চলবে ৪৫০০ বন্দে ভারত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: বন্দে ভারত ট্রেনের প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এই ট্রেন। ক্রমশ সে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াচ্ছে রেল। আগামিদিনে সেই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ৪৫০০ বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে মোদি সরকার। এছাড়া ২০২৬-২৭ এর মধ্যে ভারতে চলবে প্রথম বুলেট ট্রেন। ২০২৪ সালের মধ্যে নাভি মুম্বইতে দ্বিতীয় বিমানবন্দরও তৈরি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিকে, আগামী বছরেই খুলে যাচ্ছে নয়ডার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে যাবে অযোধ্যার বিমানবন্দরও। একই সঙ্গে সিন্ধিয়া নিশ্চিত করেছেন, ট্রেনে থেকে নির্গত কার্বনের পরিমান যাতে শূন্য হয়, সেই ব্যবস্থা করা হবে। সিন্ধিয়ার কথায়, ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত সঠিক নেতৃত্বের অভাব ছিল দেশে। ছিল না সঠিক দিশা। বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে। ভারতের রেল ব্যবস্থার উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। মনে করিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে উঁচু রেল সেতু। এতদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা, উত্তর-পূর্ব ভারত ও কাশ্মীরের উন্নতির দিকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নজর দিয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বিমান পরিবহণের দিকে নজর দিয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি জানিয়েছেন, আরও বেশি এয়ারক্রাফট কেনার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। বিমানের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিষেবা বাড়াতে আরও কিছু কৌশল নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

অ্যাসিড ছুড়ে আত্মঘাতী ধর্ষণে অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: ধর্ষণের অভিযোগে দীর্ঘ দিন জেল খেটে কিছু দিনের জন্য জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। আর সেই অবসরেই অভিযোগকারিণীর মেয়েকে অ্যাসিড ছুড়ে এবং নিজে অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী হলেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য দিল্লির একটি এলাকায়।

ধর্ষণের অভিযোগে বেশ কয়েক মাস ধরেই জেলে ছিলেন বছর পঞ্চান্নর প্রেম সিং। কিছু দিন আগে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে কয়েক দিনের জন্য জামিন দেওয়া হয়। জামিন পাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার অভিযোগকারিণীর বাড়িতে পৌঁছে যান প্রেম। প্রথমে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। তার পর হঠাৎই অ্যাসিডের বোতল বার করে ছুড়ে দেন অভিযোগকারিণীর সতেরো বছরের মেয়ের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটার আগে নিজেই সেই বোতল থেকে অ্যাসিড খেয়ে নেন তিনি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষজন তড়িঘড়ি দু'জনকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছু সময় পরে হাসপাতালেই মারা যান অভিযুক্ত প্রেম সিংহ। আঘাত তেমন গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় আক্রান্ত নাবালিকাকে। পুলিশের তরফে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানানো হয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছিল। সম্ভবত সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়েই সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউনেস্কোর তকমা পাওয়ার পরই গরবায় মাতল টাইমস স্কোয়্যার

নিউ ইয়র্ক, ৮ ডিসেম্বর: সদ্যই ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের তকমা পেয়েছে গুজরাতের গরবা। সেই স্বীকৃতি পাওয়া পরেই গরবার তালে মেতে উঠল নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যার। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই জড়ো হয়েছিলেন প্রচুর প্রবাসী ভারতীয়। গুজরাতি পোশাকে সেজে গরবার তালে নেচে উঠেছিলেন সকলেই। তাঁদের দেখে গরবা নাচে শামিল হন মার্কিনরাও।

রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ইউনেস্কো। তাদের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তালিকায় প্রতি বছরই নানা সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংস্থার মতে, বৈচিত্র্য তুলে ধরা ও বিশেষ বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসমস্ত সংস্কৃতিগুলোর গুরুত্ব রয়েছে, তাদেরকেই ইনট্যানজিবল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। চলতি সপ্তাহেই এই স্বীকৃতি পেয়েছে গুজরাতের গরবা। তার পরেই টাইমস স্কোয়্যারে নাচ-গান করে এই স্বীকৃতিকে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নিউ ইয়র্কে নিযুক্ত ভারতীয় কনসাল জেনারেল বরুণ জেফ জানান, 'কেবল গরবা নয়, ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে এই উদযাপনের মাধ্যমে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক গরবার ছন্দ। আশা করি আগামী দিনে ভারতের আরও অনেক সংস্কৃতিকে এভাবেই স্বীকৃতি দেবে ইউনেস্কো।' টাইমস স্কোয়্যারে যখন গরবা নাচছেন প্রবাসী ভারতীয়রা, সেই সময়ে টাইমসের বিলবোর্ডেও দেখানো হয়েছে গরবার ভিডিও।

প্রবাসী ভারতীয়দের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফে টাইমস স্কোয়্যারে গরবার আয়োজন করা হয়। সংস্থার প্রেসিডেন্ট অবিনাশ গুপ্তার মতে, 'সারা বিশ্বের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধতে পারে গরবা। সেই গরবার উদযাপন করতে পারছি টাইমস স্কোয়্যারের মতো জায়গায়, সেটা খুবই গর্বের বিষয়।' উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের তালিকায় গরবার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

মোমবাতির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত ৬

পুনে, ৮ ডিসেম্বর: মোমবাতির কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ জনের। ঘটনায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। আগুন লাগার জেরে বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও খবর।

শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে পুণের পিম্প্রি চিনচৌদ এলাকায়। দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ দমকলকে ফোন করে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় একাধিক ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও বাঁচানো যায়নি ছটি প্রাণ। জানা গিয়েছে, তাঁরা সেই সময় কারখানা থেকে কোনওভাবেই বেরতে পারেননি। তবে আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। খবর দেওয়া হয়েছে পরিবারকেও।

তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পিম্প্রি চিনচৌদ পুরসভার কমিশনার শেখর সিং জানান, জন্মদিনে যে ধরনের মোমবাতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিই এই কারখানায় প্রস্তুত করা হত। যে কারণে প্রচুর পরিমাণ মোম মজুত ছিল। আর তা থেকেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেই। বিপুল আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি এই কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গমিটার জুড়ে তৈরি হচ্ছে বুলেট ট্রেনের প্রথম স্টেশন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: বুলেট ট্রেনের জন্য তৈরি হচ্ছে স্টেশন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রকাশ করেছেন সেই ভিডিও। আমদাবাদের সবরমতী মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট হাবে তৈরি হয়েছে সেই স্টেশন। ঝাঁ চকচকে সেই স্টেশন তৈরি হচ্ছে বিরাট জায়গা জুড়ে। স্টেশনের মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দোকান, অফিস।

এদিকে, মুম্বই ও আমদাবাদের মাঝে হাই স্পিড রেল করিডর তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। ৫০৮ কিলোমিটার দূরে থাকা দুই অর্থনৈতিক হাবকে যুক্ত করবে ওই করিডর। ওই ৫০৮ কিলোমিটারের মধ্যে ২৬ কিলোমিটার জুড়ে থাকবে টানেল, থাকবে ১০ কিলোমিটার সেতু।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতে তৈরি প্রথম এই বুলেট ট্রেন স্টেশনে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চিত্র কুলে ধরা হয়েছে। মোট ১ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে সেই স্টেশন। যাত্রীদের অপেক্ষা করার জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা।

গত মাসে ন্যাশনাল হাইস্পিড কর্পোরেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স স্টেশন তৈরির কাজ এগিয়েছে। ২০২৭- এর মধ্যে সেটি তৈরি হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। এটি তৈরি হবে মাটির তলায়। থাকবে ৬টি প্লাটফর্ম যেখানে অনায়াসে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন ১৬টি কোচের ট্রেন।

হেজবোল্লাকে কড়া হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ৮ ডিসেম্বর: হেজবোল্লাকে সোজাসুজি হুঁশিয়ারি দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কয়েকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে পারে হেজবোল্লা। সেই জল্পনার পরই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। গাজার মতো করেই গুঁড়িয়ে যাবে বেইরুট। উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই হামাসের পাশে দাঁড়িয়েছে লেবাননের জঙ্গি সংগঠনটি। একাধিকবার ইজরায়েলি সেনাকে লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে তারা।

শুক্রবার ভোরে ওয়েস্ট ব্যাংকের ফারা শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। জানা গিয়েছে, অন্তত ৬ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। উল্লেখ্য, হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি অভিযান শুরুর পর থেকেই মাঝে মাঝে হামলা চালাচ্ছে হেজবোল্লা। সেই আক্রমণের পালটা দিচ্ছে সেনার নর্দার্ন কমান্ড। তাদের দপ্তরে গিয়েই সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন নেতানিয়াহু। তবে সরাসরি যুদ্ধের কথা বললেও এখনও হামলা চালায়নি হেজবোল্লা।

এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি সেনার নর্দার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। সেখানেই তিনি বলেন, 'হেজবোল্লা যদি সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে ওরা নিজেরাই বেইরুট-সহ দক্ষিণ লেবাননের এমন হাল করবে যেরকম গাজা আর খান ইউনিসে হয়েছে।'

গম্ভীরের সমালোচনা করে আইনি নোটিশ পেলেন শ্রীশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগে (এলএলসি) বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের দুই সাবেক ক্রিকেটার এস শ্রীশান্ত ও গৌতম গম্ভীর। সাবেক পেসার শ্রীশান্ত দাবি করেন, গত বুধবার ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস ও গুজরাট জায়ান্টসের মধ্যে এলিমিনেটর ম্যাচে গম্ভীর তাঁকে 'ফিক্সার' বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে একাধিক ভিডিও-ও পোস্ট করেন তিনি। এবার লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের (এলএলসি) কমিশনার শ্রীশান্তকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন।

আইনি নোটিশে বলা হয়েছে সাবেকদের নিয়ে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি খেলার সময় শ্রীশান্ত চুক্তির ধারা ভেঙেছেন। গম্ভীরের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার পর ভারতের সাবেক ওপেনারের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ভিডিও ছেড়েছেন শ্রীশান্ত। সেসব ভিডিও তুলে নিলেই কেবল শ্রীশান্তের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসা সম্ভব বলে জানিয়েছে এলএলসি।

সে ম্যাচের আম্পায়াররাও শ্রীশান্ত-গম্ভীরের বাগ্‌বিতণ্ডা নিয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে গম্ভীর শ্রীশান্তকে 'ফিক্সার' বলেছেন, এমন কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। এর আগে শ্রীশান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গম্ভীরের সমালোচনা করে পোস্ট করা ভিডিওতে দাবি করেন, গম্ভীর তাঁর সঙ্গে অকথ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'মিস্টার ফাইটারের (গম্ভীর) সঙ্গে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাই। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে লড়াই করেন। এমনকি তিনি তাঁর সতীর্থ সিনিয়র খেলোয়াড়, বীরু ভাই (শেবাগ) থেকে আরও অনেককেই সম্মান করেন না। আজ (বুধবার) ঠিক সেটাই ঘটেছে। তিনি আমাকে ধারাবাহিকভাবে বাজে কথা বলে গেছেন, যেটা ছিল খুবই রূঢ় এবং এমন কিছু গৌতম গম্ভীরের বলা উচিত হয়নি।'

গম্ভীর অবশ্য সরাসরি কিছু বলেননি। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ওপেনার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটু রহস্য রেখে লিখেছেন, 'বিশ্ব যখন মনোযোগ চাইছে, তখন হাসতে থাক।'

এদিকে শ্রীশান্তের স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'শ্রীর (শ্রীশান্ত) কাছ থেকে শুনে চমকে গেলাম, একজন খেলোয়াড়, যিনি কি না ভারতের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন, তিনি এই পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সেটাও অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পর। মাঠে এমন কিছু দেখার পর বোঝা যায়, কে কীভাবে বেড়ে উঠেছে। জঘন্য, সত্যিই জঘন্য।'

এলএলসি এর আগে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে এবং আচরণবিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, 'বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা ঘটনাটির মাধ্যমে আচরণবিধি ভাঙা হয়েছে। যাঁরা এটা ভেঙেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লিগের আচরণবিধি এবং নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে নিয়মগুলো পরিষ্কারভাবে বলা আছে।'

২০১৩ সালে আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের তিন খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, শ্রীশান্ত তাঁদের একজন। ২০১৯ সালে এসে সুপ্রিম কোর্ট শ্রীশান্তের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন। ফলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সাত বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়। ভারতের হয়ে একসঙ্গে ৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন শ্রীশান্ত ও গম্ভীর। দুজনই ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য।

ফিলিপসের পাল্টা আক্রমণে লিড নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫৫ রানে ৫ উইকেট;মিরপুর টেস্টের প্রথম দিন শেষ বিকেলে ১০-১২ ওভারের নাটকীয় ক্রিকেটের পর দ্বিতীয় দিন কোনো বলই গড়ায়নি। বৃষ্টিতে দিনের তিন সেশনই ভেসে যায়। ভেজা আউটফিল্ডের কারণে আজ তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনও খেলা হয়নি। অবশেষে দিনের দ্বিতীয় সেশনে যখন খেলা শুরু হয়, তখন বাংলাদেশ দল প্রথম দিন শেষ বিকেলের আবহ সৃষ্টি করছিল।

কিন্তু তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজের বোলিং জুটি তাঁদের প্রথম স্পেলে প্রথম দিনের সেই বোলিংটা করতে পারেননি। বল কিছুটা পুরোনো হয়ে যাওয়া একটা কারণ হয়ে থাকতে পারে। তবে বাংলাদেশ দলের বোলিং আক্রমণের অন্য দুই সদস্য নাঈম হাসান ও শরীফুল ইসলাম নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে আঘাত হানেন। তাতে লোয়ার অর্ডারের দুয়ার খুলে গেলেও লড়াই করে যান গ্লেন ফিলিপস। পাল্টা আক্রমণ করে ৮৭ রানের ইনিংস খেলে নিউজিল্যান্ডের স্কোরকে ১৮০ রানে নিয়ে যান, ফলে প্রথম ইনিংসে ৮ রানে এগিয়ে গেছে সফরকারীরা। সেশনের শুরু থেকেই দাপুটে ব্যাটিং করছিলেন ফিলিপস। মিরাজ ও তাইজুলকে স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলছিলেন তিনি। উপায় না দেখে নাঈমকে বোলিংয়ে ফিরিয়ে আনেন তিনি। এই ইনিংসে প্রথমবারের মতো বল করতে আসা নাঈমকে প্রথম বলেই ছক্কা মারেন ফিলিপস। তবে সে ওভারের দুই বল পরই নাঈমকে ছক্কা মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন ড্যারেল মিচেল। মিড অফ থেকে দৌড়ে বাউন্ডারি সীমানার কাছে দারুণ ক্যাচ নেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ৩৯ বলে ১৮ রান করেন মিচেল।

পরের ওভারে আবার আঘাত করেন নাঈম। এবার সদ্য ক্রিজে আসা মিচেল স্যান্টনারের আউটসাইড-এজ খুঁজে পায় নাঈমের বল। স্লিপে থাকা নাজমুল হোসেন নেন সহজ ক্যাচ।

উইকেট পড়ার পরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে গেছেন ফিলিপস। ৫টি চার ও ৩টি ছক্কায় মাত্র ৩৮ বলে করেছেন অর্ধশতক। তাঁর সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডের রান এক শ ছাড়ায়। ভালো খেলছিলেন কাইল জেমিসনও। বাউন্ডারি খুঁজে নিয়ে দ্রুত রান তুলছিলেন তিনি।

তাঁকে থামাতে প্রথম দিন ১ ওভার করা শরীফুলকে বোলিংয়ে ফিরিয়ে আনেন নাজমুল। ৩৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলেই জেমিসনের আউটসাইড-এজ খুঁজে নেন শরীফুল। ২৮ বলে ২০ রান করে আউট হন জেমিসন। তাতে ফিলিপসের সঙ্গে ৫২ বলে ৫৫ রানের জুটি ভাঙে।

ফিলিপস আরও একটি জুটি গড়েন আরেক পেসার টিম সাউদির সঙ্গে। দুজন মিলে ২৬ বলে ২৮ রান যোগ করলে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের স্কোর ১৭২ রান ছাড়ায় নিউজিল্যান্ড। তবে শরীফুলের রিভার্স সুইংয়ে এরপর বেশি দূর এগোতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ৩৭তম ওভারে রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া বল কাভারে খেলতে গিয়ে কট বিহাইন্ড হন ফিলিপস। ৭২ বল খেলে ৯টি চার ও ৪টি ছক্কায় ফিলিপস করেন ৮৭ রানা।

পরের ওভারের প্রথম বলেই তাইজুলকে মারতে গিয়ে মিরাজের হাতে ক্যাচ তোলেন সাউদি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৫ বলে ১৪ রান। শেষ পর্যন্ত ৩৭.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে নিউজিল্যান্ড।

পাক বোলারের উপর চটে গেলেন আক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোচ এবং অধিনায়ক চাইলেও হ্যারিস রউফ টেস্ট খেলতে রাজি হননি। যা খুব একটা খুশি করতে পারেনি ওয়াসিম আক্রমকে। তাঁর মতে টেস্ট ক্রিকেট সকলের জন্য নয়। রউফকে কটাক্ষ করলেন আক্রম।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে রাজি হননি রউফ। তাঁকে কোচ এবং অধিনায়ক দলে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি খেলতে রাজি হননি। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে মানুষের মনে জায়গা করে নিতে হলে অবশ্যই টেস্ট খেলতে হবে। আক্রম বলেন, তএক জন ক্রিকেটার খেলবে কি খেলবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু রউফ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাই পাকিস্তান দল দেশে ফিরলে রউফকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।দ

আক্রমের মতে, আগে এক জন ক্রিকেটারকে সব ধরনের ক্রিকেটই খেলতে হত। কিন্তু এখনকার দিনে শুধু সাদা বলের ক্রিকেটার হিসাবে অনেকে খেলেন। আক্রম বলেন, তএখন অনেক ক্রিকেটার শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে চায়। রউফ যদি মনে করে যে, ও এখনও লাল বলের ক্রিকেট খেলার জন্য তৈরি নয়, সেটা সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত। টেস্ট ক্রিকেট বড়দের খেলা। টানা আট ওভার বল করতে হয়। টি-টোয়েন্টিতে চার ওভার বল করে ফাইন লেগে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। সেটা অনেক সহজ। টেস্ট ক্রিকেট অনেক ক্ষণের খেলা। ক্রিকেটে তাঁদেরই মনে রাখা হয়, যাঁরা এই পরিশ্রম করতে পারে। সেই কারণেই এটাকে টেস্ট ক্রিকেট বলে।দ

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ১৮ জনের দল পাকিস্তান বেছে নিয়েছিলেন নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ। তিনি বলেছিলেন, তকোচ এবং অধিনায়ক চাইছিলেন রউফ টেস্টে খেলুন। তাঁদের মনে হয়েছে, রউফ টেস্টেও ভাল করতে পারবেন। বেশি কিছু তো চাওয়া হচ্ছে না। দিনে ১০-১২ ওভারের বেশি তো বল করতে হবে না। এটা তো এক দিনের ক্রিকেটেও করে থাকে রউফ।দ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে চাননি রউফ।

জনসনের সমালোচনার জবাবে মুখ খুললেন ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে তাঁকে নিয়ে করা মিচেল জনসনের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। তবে জনসনের সমালোচনা যতটা কড়া হয়েছিল, ওয়ার্নার জবাব দিতে গিয়ে সেটির ধারেকাছেও যাননি। একরকম হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, এমন সমালোচনা সহ্য করে নেওয়া অনেক আগেই শিখেছেন তিনি।

এদিকে টেস্টকে বিদায় বলতে চলা বাঁহাতি এ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানকে যেকোনো মূল্যে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

সিডনিতে আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠেয় পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে এ সংস্করণকে বিদায় বলার আশার কথা আগেই জানিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের অন্যতম সফল উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ওয়ার্নার। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া পার্থ টেস্টের দলেও রাখা হয়েছে তাঁকে।

তবে অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণার পরই পত্রিকায় লেখা এক কলামে ওয়ার্নারের দলে থাকা এবং এভাবে অবসর নেওয়ার অধিকার আছে কি না;এমন প্রশ্ন তোলেন তাঁর সাবেক সতীর্থ জনসন। বল টেম্পারিং,কাণ্ডে ওয়ার্নারের জড়িত থাকার ব্যাপারটিও সামনে আনেন তিনি।

জনসনের সমালোচনার জবাবে এই প্রথম মুখ খুললেন ওয়ার্নার। ফক্স ক্রিকেটের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'এ রকম শিরোনাম না হলে কি আর গ্রীষ্ম হয় নাকি! ব্যাপারটি যা, তা-ই। সবারই নিজস্ব মতামত আছে। সামনে এগোতে গেলে, আমরা পশ্চিমে ভালো একটা টেস্টের জন্য মুখিয়ে আছি।'

সর্বশেষ বিশ্বকাপটা বেশ ভালো কাটলেও টেস্টে সাম্প্রতিক সময়টা মোটেও সুবিধার যায়নি ওয়ার্নারের। সর্বশেষ ২৫ ম্যাচে একটিমাত্র শতক তাঁর। ২০২২ সালের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজের শততম ম্যাচে দ্বিশতক করেছিলেন তিনি। তবে সেই ইনিংসসহও ২০২২ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর টেস্টে ব্যাটিং গড় মাত্র ২৬.৭৪, তার আগে যেটি ছিল ৪৮.৪০। এরপরও নির্বাচকেরা তাঁর ওপরই আস্থা রেখেছেন। অবশ্য সিডনি টেস্টের পর তাঁর জায়গায় কে আসবেন, সেটিও স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচকদের ঠিক করতে হবে এখন। অবশ্য তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই বিতর্কের মধ্যেও ভালোভাবে ক্যারিয়ার শেষ করার আশা ওয়ার্নারের।

এমন সমালোচনা সহ্য করা শিখেছেন অনেক আগেই, সেটিও জানিয়েছেন তিনি, 'মা,বাবা এটি আমার মধ্যে শক্ত করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আমাকে প্রতিদিন লড়াই ও কঠোর পরিশ্রম করতে শিখিয়েছেন। আপনি যখন বিশ্বমঞ্চে যান এবং বুঝতে পারেন না যে এর সঙ্গে আরও কী থাকে; অনেক সংবাদমাধ্যম, অনেক সমালোচনা কিন্তু অনেক ইতিবাচক দিকও।'

সেই ইতিবাচক দিকই দেখতে চাইলেন ওয়ার্নার, 'আমার মনে হয়, বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনারা আজ এখানে যা দেখছেন, অনেক মানুষ ক্রিকেটের সমর্থনে এসেছেন।'

ওয়ার্নারের পাশে আছেন, নিজেদের এমন মনোভাবের কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক কামিন্সও, 'আমরা একে অন্যের পাশে অনেক দাঁড়াই। অনেক বছর ধরে আমরা অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে গেছি। আমাদের ছেলেরা, আমি ডেভি (ওয়ার্নার) বা স্টিভির (স্মিথ) সঙ্গে ১২ বছর ধরে খেলছি। আমরা একে অন্যের ব্যাপারে ভয়ংকর সংবেদনশীল।'

নিজেদের গ্রীষ্ম মৌসুম শুরুর আগে ওয়ার্নারকে ঘিরে তৈরি হওয়া এমন বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি হয়ে আসার কথা অস্ট্রেলিয়া দলের। তবে কামিন্স বলছেন, দেশের বাইরে দারুণ সময় কাটিয়ে আসা দলটি এসব পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে। তিনিও ইতিবাচক ব্যাপারগুলোর দিকেই মনযোগ দিতে বলছেন, 'তর্ক সাপেক্ষে আমাদের সবচেয়ে সফল একটা বছর গেছে। আমরা রোমাঞ্চকর একটা গ্রীষ্মে ঢুকতে যাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে অনেক ইতিবাচক দিক আছে। যেগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত, সেগুলোতে নজর দিচ্ছি।'

কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে গ্রুপ পর্বে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষই পেয়েছে আর্জেন্টিনা। 'এ' গ্রুপে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিলি ও পেরুকে পেয়েছেন লিওনেল মেসিরা। গ্রুপের অপর দল হবে কানাডা ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর মধ্যে যেকোনো দল।

আর 'ডি' গ্রুপে ব্রাজিল পেয়েছে কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়েকে। সঙ্গে যোগ দেবে কোস্টারিকা ও হন্ডুরাসের মধ্যে যেকোনো এক দল। আজ মায়ামিতে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকার ড্রয়ে এই গ্রুপিং চূড়ান্ত হয়।

আগামী বছর জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ফুটবলে সর্বোচ্চ এ প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টের ৪৮তম এ আসরে খেলবে ১৬টি দল। দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল কনফেডারেশনের (কনমেবল) ১০ সদস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের (কনক্যাকাফ) ৬ দল।

ড্রয়ে দলগুলোকে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে, যাতে একটি গ্রুপে চার দলই কনমেবলের না হয়, আর কনক্যাকাফের ৩ দল না হয়। গ্রুপিংয়ে আর্জেন্টিনা সঙ্গে পেয়েছে কনমেবলের পেরু ও চিলিকে। এ দুটি দলই ২০২৬ বিশ্বকাপের আঞ্চলিক বাছাইয়ে খারাপ সময় পার করছে। ১০ দলের মধ্যে ৬ ম্যাচ শেষে চিলি ৮ নম্বরে ও পেরু ১০ নম্বরে অবস্থান করছে।

এ ছাড়া উরুগুয়ে 'সি' গ্রুপে এবং ব্রাজিল 'ডি' গ্রুপে হওয়ায় এ দুটি দলের বিপক্ষে ফাইনালের আগে দেখাও হবে না আর্জেন্টিনার। গ্রুপে চতুর্থ দল হিসেবে কনক্যাকাফের কানাডা বা ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে পাবেন মেসিরা। আগামী মার্চে চূড়ান্ত হবে দুই দলের সঙ্গী কে হচ্ছে।

'বি' গ্রুপে চার দলের দুটি কনমেবলের, দুটি কনক্যাকাফের। এখানকার ফেবারিট মেক্সিকো প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা ও জ্যামাইকাকে। 'সি' গ্রুপে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র। উরুগুয়ে ও বলিভিয়ার সঙ্গে আছে কনক্যাকাফের পানামা। 'ডি' গ্রুপে কিছুটা কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছে ব্রাজিলও।

এখানে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে আছে কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে। কিছুদিন আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কলম্বিয়ার কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। এ মুহূর্তে আঞ্চলিক বাছাইয়ে ব্রাজিল ৬ নম্বরে, কলম্বিয়া ৩ নম্বরে। অন্য গ্রুপসঙ্গী প্যারাগুয়ের অবস্থান সাতে। ব্রাজিলের সঙ্গে 'ডি' গ্রুপে যুক্ত হবে কোস্টারিকা ও হন্ডুরাসের যেকোনো একটি।

২০ জুন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনা খেলবে কানাডা বা ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিপক্ষে। মায়ামিতে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জুলাই।

ডোপিংয়ের অভিযোগ, চার বছরের জন্য নির্বাসিত হতে পারেন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল থেকে চার বছর নির্বাসনের মুখে পল পোগবা। ডোপিংয়ের দায়ে তাঁকে চার বছর নির্বাসনের পক্ষে মত দিয়েছে ইটালির ডোপ-বিরোধী আদালত। সেই আবেদন মঞ্জুর হলে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারকে চার বছর ফুটবলের থেকে দূরে থাকতে হবে। কার্যত তাঁর ফুটবলজীবনই শেষ হয়ে যেতে পারে এই সিদ্ধান্তে।

ইটালির ক্লাব জুভেন্টাসের হয়ে খেলেন পোগবা। গত ২০ অগস্ট জুভেন্টাস বনাম উদিনেসে ম্যাচের পর তাঁর ডোপ পরীক্ষা করা হয়। তিনি সেই ম্যাচে না খেললেও রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন। তবু ডোপ পরীক্ষায় তাঁর নমুনায় অতিরিক্ত মাত্রায় টেস্টোস্টেরন পাওয়া গিয়েছিল। তখনই তাঁকে প্রাথমিক নির্বাসনে পাঠানো হয়। অক্টোবরে তাঁর দ্বিতীয় একটি নমুনার ফলও 'পজিটিভ' আসে। এর পরেই পোগবার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইটালির ডোপ বিরোধী আদালত।

জানা গিয়েছে, পোগবার রক্তে একটি বিশেষ নিষিদ্ধ পদার্থ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ শরীরে বিভিন্ন ধরনের পারফরম্যান্স-বর্ধক

হরমোন তৈরিতে সেটি কাজে লাগে। পোগবা সেটা মানতে চাননি। আবার নমুনা পরীক্ষার জন্যে আবেদন করেন। সেখানেও তাঁর ফলাফল 'পজিটিভ' আসে। বিশ্ব ডোপ বিরোধী আইন অনুযায়ী, কোনও খেলোয়াড় যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোনও ওষুধ খাওয়া বা খাবারে কিছু মেশানোর প্রমাণ পেশ করতে পারেন, তা হলে শাস্তির মেয়াদ কমতে পারে।

২০১৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন পোগবা। ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোলও করেছিলেন। কিন্তু গত বছর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে জুভেন্টাসে যোগ দেওয়ার পর থেকে সময় ভাল যাচ্ছে না। চোট আঘাতে জর্জরিত তিনি। ২০২২ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে চোটের কারণেই বেশি ম্যাচে খেলতে পারেননি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**